হাতি সেনা কুপোকাত

আবদুল মান্নান তালিব

হাতি সেনা কুপোকাত

আবদুল মান্নান তালিব

BCBS
Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

হাতি সেনা কুপোকাত

আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

রকিব

ডিজাইন

মোঃ আব্দুল লতিফ

মূল্য ঃ ১০০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা। ফোন- ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন- ৭১৬৩৮৮৫

HATI SENA KUPOKAT: Stories for Children Written by Abdul Mannan Talib, Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 100/- US : 3/- ISBN- 984-70241-0052-8

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ইতিপূর্বে আবদুল মান্নান তালিব-এর **"প্রিয় নবীর জীবন আদর্শ"** একটি শিশু গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। যা সকল মহলেই বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। আবদুল মান্নান তালিব একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিধ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগঠক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি কোরআন হাদিসের গল্পের আলোকে শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে গল্প রচনা করেছেন—যা শিশু-কিশোর মনের ভাবনাকে বিশেষভাবে ইসলামী আদর্শের অনুকুলে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে। তিনি একজন সু-সাহিত্যিক হওয়াতে গল্পগুলোকে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন— যা পড়ে শিশু-কিশোরেরাই কেবল অনুপ্রাণিত হবে না; বড়রাও পড়ে গল্পের নির্যাস গ্রহণ করে নিজেদের জীবন চলার পথে আদর্শিক মান বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

"হাতিসেনা কুপোকাত" নামক শিশু-কিশোর গল্পের বইটি প্রকাশ করতে পেরে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ অত্যন্ত গর্ব অনুভব করছে। তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আল্লাহ পরকালীন জীবনে তাকে অপার শান্তি দান করুক। সেই সাথে শিশু-কিশোর বইটি সকল মানুষের জীবনাদর্শরূপে পরিগণিত হোক সেই কামনা করছি।

S. M. Raisuddin

(এস.এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সেই কিশোর কিশোরীকে
প্রকৃতির নির্মল বাতাস প্রাণ ভরে
নেবার জন্য যারা উদগ্রীব

www.pathagar.com

সূচী

১। হাতি সেনা কুপোকাত ০৭
২। বিশ্বাসের ফুল ১৪
৩। ভাই ১৯
৪। সত্যের সেনানী ২৩
৫। ঘুম ৩০
৬। মৃত্যুহীন জীবন ৩৬
৭। তিউনিসের কাযী ৪৭
৮। জ্ঞানী ৫৩

www.pathagar.com

গল্প বলার আগে

গল্প তো গল্প নয়, যেন ছবি। বইয়ের পাতায় লেখা কালো কালো হরফ। বইয়ের পাতায় আঁকা নীল সবুজ লাল কালো ছবি।

গল্পের নায়কের মানুষ। একদিন তারা এই দুনিয়ায় বাস করতো। পথে ঘাটে হাটে বাজারে চলে বেড়াতো আমাদের মতোই। কিন্তু আজ তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের গল্পের মধ্যে। আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি। তারা মরেনি। তারা আমাদের গল্পের নায়ক-নায়িকা।

এতদিন ঘটনাগুলো ছিলো ইতিহাসের পাতায়। এবার যাচ্ছে আমাদের মনের পাতায়। এ বইয়ের প্রথম তিনটি ও শেষের গল্পটি নিয়েছি কুরআনের ঘটনা থেকে। চতুর্থ ও পঞ্চম গল্প দুটি হাদীস থেকে সংগ্রহ করেছি। আর বাকি তিনটি ইতিহাসের বই থেকে। এখানে আছে হাজার বছর আগের ঘটনা, আবার মাত্র কয়েকশ' বছর আগের কাহিনীও। অতীতের যে কোনো ভালো ঘটনাই আমাদের জন্য আলোর পাহাড়। এই আলোয় আমরা পথ দেখি। ভালো পথের দিকে এগিয়ে যাই। খারাপ পথ থেকে সরে দাঁড়াই। আসলে আমাদের সব সময় পথের খোঁজে থাকতে হবে। খারাপ পথ কে চায় বলো? সবাই চায় ভালো পথ।

এই গল্পগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই ভালো পথের দিকে। আমাদের কচি নবীন কিশোর কিশোরীদের এটাই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

তাদের প্রয়োজন পূর্ণ হবে এই আশা নিয়ে আমার সবটুকু প্রত্যাশা রেখে দিলাম তাদের জন্য।

১৮০শান্তিবাগ,ঢাকা।

আবদুল মান্নান তালিব

০১-০৮-১৯৮৯

www.pathagar.com

হাতি সেনা কুপোকাত

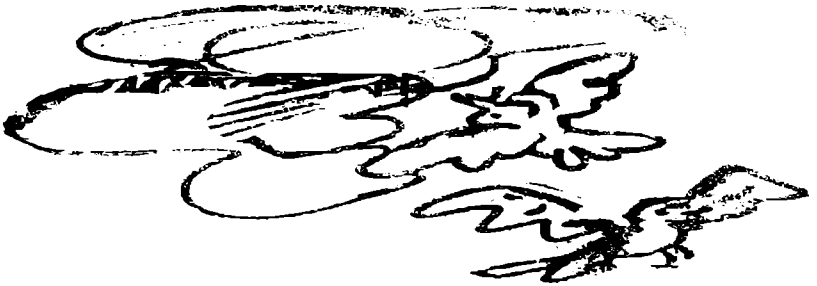

চিঁ চিঁ!

হায়। হায়! ছোট্ট সোনামণিটি তুমি একি করছো!

আমার এই সাধের ঘর ভেঙে দিয়ো না। অনেক কষ্ট মেহনত করে আমি এ ঘর বানিয়েছি। আমার এই ছোট্ট ঠোঁটে কতটুকুই বা মাটি ধরে। নদীর কিনার থেকে মাটি বয়ে এনেছি। পুকুরের পাড় থেকে পানির কোল ঘেঁসে মাটি তুলে এনেছি। কাদামাটি, ভিজে মাটি, চটচটে মাটি।

দিনের পর দিন বয়ে এনেছি। তাকে সেঁটে দিয়েছি ছাদের নিচে ঠিক এক কিনারে। তারপর ছেঁড়া পালক বয়ে এনেছি খড়কুটো বয়ে এনেছি। তেনা উড়িয়ে এনেছি।

www.pathagar.com

কাদামাটির দলাকে সেগুলোর সাথে মিশিয়ে শক্ত করেছি। তারপর ছাদের নিচে তৈরী হয়েছে আমার এই সুন্দর পরিপাটি ঘর।

কত কষ্টে কত পরিশ্রমে তৈরী করেছি এই ঘর। আর তুমি কিনা এক ঢিলেই একে শেষ করে দিতে চাচ্ছো।

চিঁ চিঁ। না, না! এমনটি করো না।

ছোট্ট সোনামণিটি, এ ঘর ভেঙে দিলে এই এত বড় আকাশের নিচে আর কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবো না আমি।

ছোট্ট সোনামণি এবার হাতের ঢেলাটি ফেলে দিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো।

উফ্, তুমি এতটকু ঘর বানাতে এত কষ্ট করেছো। তাতো জানতাম না। তা তুমি তো শুধু মাটি দিয়েই ঘর বানাতে পারতে। তার সাথে আবার পালক ছেঁড়া, খড়কুটো, তেনা লাগাতে গেলে কেন?

আ-হা-হা, কী কথাই না বললে। কাদামাটি তো শুকিয়ে গেলে ফেটে ফুটে চৌচির হয়ে নিজেই ভেঙে পড়ে যাবে। তাই তার সাথে খড়কুটো, তেনা ও পালক ছেঁড়া মিশিয়ে কাদা মাটিগুলো শক্ত করেছি। এগুলো এসবের গায়ে লেগে থাকবে। আর ফাটবে না, পড়েও যাবে না।

চাতকের বাসা তৈরীর কৌশল শুনে ছোট্ট সোনামণি ভাবতে লাগলো কী চমৎকার বুদ্ধিই না এই চাতকের।

তাকে ভাবতে দেখে, চাতক ডাক দিল,

এই যে সোনামণিটি, কী ভাবছো অতো ? একটা সুখবর তো শুনে রাখো। দেখো, আর বেশী দিন নেই আমার এই সুন্দর ঘরে ছোট্ট তুলতুলে দুটো বাচ্চা আসছে। তোমাকে কিন্তু আগে থেকে বলে রাখলাম, এসে তাদেরকে আদর করে যেয়ো। আসবে কিন্তু।

বাহ্‌রে, আসবো না আবার! দেখো আমি ঠিকই আসবো। তোমার তুলতুলে বাচ্চারা হবে আমার বন্ধু।

আর ছোট্ট সোনামণিটি। তুমি এসে দেখবে আমি কেমন করে তাদেরকে খাবার খাওয়াই। আর দুধও খাওয়াবো?

www.pathagar.com

আহা- হা, চিঁ হি, চিঁ হি, তুমি কি কথা বললে সোনামণি।

যারা ডিম পাড়ে তারা দুধ দেয় না। যারা দুধ দেয় না তারা খাবার খাওয়ায়। আচ্ছা, বলো দেখি ডিম পাড়ে কারা? আর বাচ্চা দেয় কারা? তাদের মধ্যে পার্থক্যটাই বা কি?

ছোট্ট সোনামণি হেসে জবাব দেয়, এ আবার এমন কি কঠিন প্রশ্ন ? যাদের ডানা আছে তারা ডিম পাড়ে।

চিঁহি, চিঁহি, চিঁহি। ঠিক হলো না।

মাছের ডানা কোথায়?

সাপের ডানা কোথায়?

পিঁপড়ের ডানা কোথায়?

তাইতো, ছোট্ট সোনামণি এবার মহা চিন্তায় পড়ে গেলো। তাহলে, তাহলে ---- ও, আচ্ছা যাদের সামনের দুই পা থাকে না।

চিঁহি, চিঁহি, চিঁহি। এবারও হলো না।

টিকটিকির তো সামনের দুই পা আছে।

কুমীরের তো সামনের দুই পা আছে।

কবুতরেরও সামনের দুই পা আছে।

আমারও সামনের দুই পা আছে। এই দেখো, এই আমার ডানাদুটো। এতে পালক আছে। এ দুটো দিয়ে আমি উড়ি। এ দুটো তো আসলে আমার সামনের দুই পা।

তাহলে ভাই চাতক। তুমিই বলে দাও।

যাদের কান শরীরের বাইরে বের হয়ে থাকে, তারা ডিম পাড়ে না।

যেমন দেখো, মানুষ।

দেখো, গরু, ছাগল, হাতি, ঘোড়া।

তবে যাদের কান বাইরে বের হয়ে থাকে না তারা ডিম পাড়ে।

যেমন দেখো, টিকটিকি, মুরগী, হাঁস, টিয়া পাখি। আর এই দেখ, আমারও কান বাইরে নেই।

www.pathagar.com

তাহলে এবার আর একটা কথা শোনো। আজ থেকে দু'সপ্তাহ আগে চাতকী দুটো ডিম পেড়েছিল। একদিন একটা। আর একদিন আর একটা। তারপর থেকে আমরা ডিম দুটোয় তা দিচ্ছি। কখনো আমি বসি ডিমের ওপর আর চাতকী খাবারের খোঁজে যায়। আবার কখনো চাতকী বসে ডিমের ওপর আর আমি খাবারের খোঁজে যাই। ডিম সব সময় গরম রাখি। এবার ডিম ফুটবার সময় হয়ে এসেছে। কচি বাচ্চাদুটো ডিম ফুটে বের হলেই আমাদের কাজ আরো বেড়ে যাবে। তখন আমাদের নিজেদের জন্য খাবার আনতে হবে আবার বাচ্চাদের জন্যও। আমরা দু'জন তখন পালা করে বাইরে যাবো। খাবার এনে বাচ্চাদের খাওয়াবো।

কিন্তু যেই তারা বড় হয়ে যাবে, নিজেরা খাবার খেতে পারবে, তখনই তাদেরকে আলাদা করে দেবো। তারা নিজেদের আলাদা ঘর বানিয়ে নেবে।

তাহলে তোমরা তাদেরকে ঘর বানাবার কৌশলও শিখিয়ে দেবে?

চিঁহি, চিঁহি, চিঁহি, ছোট্ট সোনামণি। আমরা মানুষ নই, পাখি। আমাদের বাচ্চাদের ঘর বানাবার কৌশল আমাদের শিখিয়ে দিতে হয় না।

ওটা আল্লাহতালা নিজেই শিখিয়ে দেন।

বাহ ! তোমাদের ওপর আল্লার অসীম দয়া।

শুধু আমাদের ওপর কেন, সব সৃষ্টির ওপর তাঁর অসীম দয়া। সবার ওপর তিনি তাঁর করুণা বিলাচ্ছেন সমানভাবে।

ছোট্ট সোনামণির এবার একটি কথা মনে পড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে,

আচ্ছা, চাতক ভায়া। তোমাদের আর এক নাম বুঝি আবাবীল?

হ্যাঁ, আমাদের আবাবীল পাখিও বলা হয়। কুরআনে আমাদের কথা বলা হয়েছে। এক সময় আমরা বোমারু বিমানের কাজ করেছিলাম!

সে আবার কেমন?

সে কাহিনী কুরআনে কিছুটা বলা হয়েছে আমপারার সুরা আল ফীলে।

ফীল তো আরবীতে হাতিকে বলে। তা হাতির সাথে কি তোমাদের লড়াই হয়েছিল?

www.pathagar.com

ঠিক হাতির সাথে নয়। হাতির পিঠে চড়ে যারা এসেছিল তাদের সাথে।

ঘটনাটা কি একটু খুলেই বলো না।

তোমরা এই এতটুকু পাখি তোমরা কি না লড়াই করেছিলে হাতিসেনার সাথে?

হাঁ, ছোট্ট সোনামণি! ব্যাপারটা হয়েছিল তাই। আমরা তো আল্লার হুকুমে সেই হাতি সেনাদের একেবারে তুলো ধোনা করে ছেড়েছিলাম।

তারা ছিল জালেম। আল্লার নাফরমান বান্দা। মক্কায় আল্লার ঘর পবিত্র কাবা ধ্বংস করার জন্য তারা আসছিল। কাবা ঘরের নাম শুনেছো না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা এই কাবা ঘরের দিকে মুখ করেই তো নামায় পড়ি।

আমাদের প্রিয় নবীর দেশ আরবের মক্কা নগরে এই কাবা ঘর।

ঠিক বলেছো। আল্লার এই পবিত্র ঘর ধ্বংস করার জন্য আসছিল হাতি সেনারা।

তাদের সরদার ছিল আব্‌রাহা। ইয়ামেনের শাসনকর্তা ছিল সে। সারা দুনিয়ার লোক মক্কায় আল্লার ঘর যিয়ারত করতে আসে দেখে তার মনে হিংসা হয়। মক্কায় আল্লার ঘর ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসে সে ষাট হাজারের এক বিরাট সেনা বাহিনী নিয়ে। বিপুল সংখ্যক হাতিসেনা ছিল এই সেনাদলের প্রথম সারিতে।

তখন আমাদের প্রিয় নবীর জন্ম হয়নি। তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব ছিলেন এই কাবাঘরের সেবক। জালেম আব্‌রাহার বিশাল সেনাবাহিনী দেখে মক্কাবাসীরা তার সাথে যুদ্ধ না করে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল।

আবদুল মুত্তালিব মক্কায় সরদারদের সাথে নিয়ে কাবা ঘরে এসে আল্লার কাছে দোয়া করলো।

হে আল্লাহ। আব্‌রাহার এই বিশাল সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

হে আল্লাহ! তোমার ঘরের হেফাজত তুমিই করো।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাদের দোয়া কবুল করলেন।

তিনি পাঠিয়ে দিলেন হাজার হাজার আবাবীল পাখির এক বিশাল সেনাবাহিনী।

সারা আকাশ আঁধার হয়ে গেল। প্রত্যেকটা পাখির ঠোঁটে ছিল একটা ছোট্ট মতো পাথর।

ঠিক মটরের দানার মতো।

হাতিসেনাদের মাথার ঠিক মধ্যিখানেই এক একটা পাথর পড়ার সাথে সাথেই তারা সেখানেই মারা গেল।

পাথর নয় যেন এক-একটা বোমা।

যার মাথায় একটা পাথর পড়ছিল সে একেবারে থেঁতলে গলে ছাতু হয়ে যাচ্ছিল।

এভাবে আবরাহা ও তার হাতিসেনারা পালিয়ে যাবার পথ পেলো না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সবাই সেখানে সাবাড় হয়ে গেল।

তাদের সব হাতি মারা পড়লো।

সব সিপাই মারা পড়লো।

তাদের সরদার আব্‌রাহাও মারা পড়লো।

আল্লাহ তাঁর ঘর রক্ষা করলেন।

তবে হাঁ ছোট্ট সোনামণি! আমাদের মতো এই এতটুকু ছোট্ট পাখিরা তো আব্‌রাহার বিশাল সেনাবাহিনী ধ্বংস করেনি। কে করেছে জান?

আল্লাহ্ ধ্বংস করেছিলেন।

আর আমাদের মতো যে ক্ষুদে পাখিরা হাতি সেনাদের ধ্বংস করেছিল তারা আল্লার হুকুম পালন করেছিল মাত্র।

আল্লার হুকুম যারা পালন করে তারাই হয় আল্লার প্রিয়পাত্র।

আর যারা তার হুকুম মানে না তারা হয় নাফরমানি।

আব্‌রাহা ছিল নাফরমান আর অহংকারী। তাই আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

www.pathagar.com

যেক্ষুদে আবাবীলরা সেদিন হাতিসেনাদের ধ্বংস করেছিল তাদেরকে আকাশে ঐ একদিনই দেখা গিয়েছিল।

এরপর আর কোনোদিন তাদেরকে দেখা যায়নি।

তাহলে তোমাদেরকে আবাবীল মনে করা হয় কেন?

মনে হয়, আমরা দেখতে একটুখানি তাদেরই মতো। আবার এও হতে পারে, মেঘলা আকাশে আমরা অনেক ওপরে উঠে গিয়ে মেঘের মধ্যে খেলা করি। কখনো ঠিক বোমারু বিমানের মতো একেবারে খাড়া হয়ে নামি। এই দেখে হয়তো লোকেরা আমাদের নাম দিয়েছে আবাবীল।

এ কথা শেষ হতে না হতেই চাতকী ফুড়ুৎ করে উড়ে এসে বসলো ঘরের দরজায়।

চাতকী এসে গেছে। এবার আমার পালা শেষ।

এ কথা বলেই চাতক উড়ে গেল আহারের খোঁজে।

www.pathagar.com

বিশ্বাসের ফুল

পাহাড় থেকে ঝরণাটা নামছে। যেন একটা বড় আয়না ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। হাজার হাজার অজগরের এক সাথে ফুঁসে আসার মতো শব্দ আর ছুটন্ত ঘোড়ার বেগে পানি এগিয়ে আসার দৃশ্যটা প্রতিদিন তাকে মুগ্ধ করে। পাহাড়ের এপার থেকে ওপারে যাবার সময় পাহাড়ী ঝরণার এ চেহারাটা তার একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে

কিন্তু ঝরণার পাড়ে ওই গাছতলায় এর আগে কোনো দিন কোনো মানুষকে দেখেছে বলে তো তার মনে পড়ছে না। আজ হঠাৎ এই দরবেশ এলেন কোথা থেকে?

www.pathagar.com

দরবেশের সরল স্নিগ্ধ মুখের ছবিটা যেন তার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে যাচ্ছে। কী জানি দরবেশের মধ্যে কি মোহিনী শক্তি আছে! যাদুকরের যাদুর চাইতে এ শক্তি তো কম মনে হচ্ছে না। বুড়ো যাদুকরের কাছে সে এতদিন যাচ্ছে, কিন্তু কই এমনভাবে কোনোদিন তো সে তাকে আকর্ষণ করতে পারেনি।

প্রতিদিনের পথ ছেড়ে এক পা দুপা করে এগিয়ে চলে সে দরবেশের দিকে। পাতার ওপর পায়ের চাপে খড় খড় আওয়াজ হতে দরবেশের কান খাড়া হয়ে ওঠে। মুখ তুলে দেখেন সামনে এক কিশোর। জিজ্ঞেস করেন, কে তুমি?

আমি পাহাড়ের ওপাশের ওই গাঁয়ের ছেলে। প্রতিদিন যাই এ পথ দিয়ে। কিন্তু এর আগে তো কোনোদিন আপনাকে দেখিনি এখানে, তাই কৌতূহল হল।

প্রতিদিন এ পথে যাও? এই কঠিন পাহাড়ী পথে? নিশ্চয়ই কোনো বড় কাজে?

হাঁ বাদশা'র হুকুমে আমি প্রতিদিন যাই শাহী যাদুকরের কাছ থেকে যাদুবিদ্যা শিখতে। যাদুকরের দিন তো প্রায় শেষ হয়ে আসছে, তাই মরার আগে আমাকে তার সব বিদ্যা শিখিয়ে যেতে চায়।

তা কতটা শিখলে?

অনেকটা শিখে ফেলেছি। এখন আমি ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারি। তবে সবটুকু না শিখে কিছুই করবো না।

কেন করবে না?

আমার ওস্তাদের মানা। এতে হিতে বিপরীত হয়।

আসলে তা নয়। তুমি সবটুকু শিখেও কিছু করতে পারবে না।

আহ্! বলেন কি? আমার ওস্তাদের যাদুর কসরত তো আপনি দেখেন নি। শাহী দরবারে তার ঠাঁই এমনিতে হয়নি।

ওসব কিছু নয়, ভেল্‌কিবাজী ছাড়া। তোমার ওস্তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। তার যাদুরও কোনো ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা আল্লার। আল্লাহ্ যখন যা চান করতে পারেন। মানুষের বা যাদুকরের এ ক্ষমতা নেই। এই

www.pathagar.com

দেখ না, তোমার ওস্তাদ তোমাকে যাদু শেখাচ্ছে কেন? মরে যাবে বলে। কই যাদুর জোরে নিজের মরণটাকে তো আটকে রাখতে পারছে না। তুমি যাচ্ছ যাদু শিখতে। আল্লাহ্ এখনি তোমার মৃত্যু দিতে পারেন। তাহলে তো আর তোমার যাদু শেখা হবে না। বল, এটা ঠিক না?

হাঁ ঠিক। কিন্তু আমি তো আল্লার নাম শুনেছি। তবে তাঁর এত ক্ষমতা তাতো জানি না। আমরা আমাদের বাদশার মতো অনেক দেবদেবীর পূজা করি। তাঁরাই সব ক্ষমতার মালিক বলে জানি। যাদুর দেবতারও অসীম ক্ষমতা। তাকেও আমরা পূজা করি।

কারোর কোনো ক্ষমতা নেই। সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লার। আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর কাজে কাউকে সাহায্য করতে হয় না। আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, তিনিই আমাদের মাবুদ। একমাত্র তাঁকেই পূজা করতে হবে। তাঁরে ছাড়া আর কারোর পূজা করলে, আর কারোর কোন ক্ষমতা আছে বলে মনে করলে আল্লাহ কঠোর শাস্তি দেবেন।

কিশোরের মনে ঈমানের শিখা জ্বলে উঠতে থাকে। এতদিনের বিশ্বাস তার টলে যাচ্ছে। সত্যিই তো যাদুর মধ্যে কি আছে কিছু মন্ত্র-টন্ত্র ছাড়া ? আর আমরা সবাই তো আর একজনের সৃষ্টি, তাঁর অসীম শক্তির ডোরে বাঁধা।

এরপর থেকে যাদুকরের কাছে সে প্রতিদিন যেতে থাকে। কিন্তু যাদুর প্রতি বিশ্বাস তার টলে গেছে। পথে প্রতিদিন দরবেশের আস্তানায় সে যায়। সেখানে বসে তার কথা মন দিয়ে শোনে। যত শোনে ততো আরো শুনতে মন চায়। কিন্তু বাদশার ভয়ে সে এখানে বেশী সময় কাটাতে পারে না। নিজের ঈমানকে সে গোপন করে রাখে। তবে দরবেশের কথামতো আল্লার সমস্ত হুকুম মেনে চলে। সে এখন আল্লার বন্দেগী করে। দরবেশের শিক্ষা-গুণে সে অলৌকিক ক্ষমতারও অধিকারী হয়ে গেছে। আল্লার নাম নিয়ে অনেক অন্ধের চোখের ওপর সে হাত বুলিয়েছে। তাতে তারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। অনেক কুষ্ঠরোগী তার কাছে এসেছে। আল্লার নাম নিয়ে তাদের গায়ে সে হাত বুলিয়েছে। এর ফলে তারা রোগমুক্ত হয়ে গেছে। সুস্থ সবল হয়ে আবার পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ফিরে গেছে।

www.pathagar.com

এরপরে তার ঈমান আর গোপন থাকে না। নিজের ব্যর্থতায় মুশরিক বাদশাহ ক্রোধে ফেটে পড়ে। তার রাগ গিয়ে পড়ে দরবেশের ওপর। ঈসা নবীর অনুসারী এই দরবেশটাই তার পথের কাঁটা। ঈসা তাদের সব দেবতাকে মিথ্যা বলতেন। এদের কোনো ক্ষমতা নেই এবং সব ক্ষমতা আল্লার বলে দাবী করতেন। ঈসা চলে গেছেন তিন চারশো বছর হয়ে গেছে। কিন্তু এতদিন পরে এই দরবেশও সেই একই কথা বলছে। কাজেই ঈসার মতো একেও দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাদশার হুকুমে দরবেশকে হত্যা করা হল। এরপর কিশোরটির হাতে পায়ে শিকল বেঁধে বাদশার সামনে হাযির করা হল। বাদশাহ তাকে বলল, তুমি দরবেশের ধর্ম ত্যাগ করো, তোমার আগের ধর্মে ফিরে এসো। আমি তোমাকে আবার আগের মতো মর্যাদা দেব।

কিন্তু কিশোরটি ঈমানের সত্যিকার স্বাদ পেয়েছিল। সে কোনোক্রমেই মানুষের যথার্থ রব আল্লাকে অস্বীকার করে মিথ্যা দেবতাদের মেনে নিতে প্রস্তুত হল না। তার ঈমানের দৃঢ়তা মুশরিক বাদশার ক্রোধের আগুনে যেন কয়েক মন ঘি ঢেলে দিল। বাদশাহ তাকে হত্যা করতে চাইল। কিন্তু বাদশার কোন অস্ত্রই তার গায়ের একটি লোম খসাতে সক্ষম হল না। কয়েকদিন ধরে তাকে হত্যা করার কসরত চলতে থাকল। দূর দূর এলাকায় এই অদ্ভুত ঘটনার কথা জংগলের আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল। নগরে বহু লোকের সমাবেশ ঘটল।

বাদশাহ যখন একেবারে হতাশ ও পেরেশান তখন আল্লাহ- বিশ্বাসী মুমিন কিশোরটি প্রস্তাব দিল।

হে বাদশাহ! যদি আমাকে মারতে চান তাহলে প্রকাশ্য জনসমাবেশে উচ্চ কণ্ঠে বলুন, 'বিসইম রাব্বিল গুলাম' (এই ছেলেটির রবের নামে) তারপর আমার গায়ে তীর নিক্ষেপ করুন।

বাদশাহ তাই করল। ফলে মুমিন কিশোরটি ইন্‌তেকাল করলো। কিন্তু যে বিপুল সংখ্যক মানুষ এ ঘটনা দেখছিল তারা এক কণ্ঠে বলে উঠল, আমরা এই ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম।

www.pathagar.com

বাদশাহ বেকায়দায় পড়ে গেল। তার সভাসদরা বলতে লাগল, বাদশাহ নামদার, এতো তাই হল, যা থেকে আপনি বাঁচতে চাচ্ছিলেন। লোকেরা আপনার ধর্ম ত্যাগ করে এই ছেলেটির ধর্ম গ্রহণ করছে।

রাগে ক্ষোভে বাদশাহ দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌ল। বাদশাহ এই নতুন ঈমানদারদের চরম শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করল। তার হুকুমে পথের পাশে বড় বড় গর্ত খনন করা হল। গর্তের মধ্যে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি ফেলে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। আগুনের শিখাগুলি গর্তের মুখ থেকে বের হয়ে যেন এক একটা আগুনের দরিয়া হয়ে গেল। নাফরমান বাদশার হুকুমে তার লোকেরা নতুন ঈমানদারদেরকে টপাটপ গর্তের মধ্যে ফেলে দিতে লাগল। কিন্তু তাতে কি? ঈমানদারদের মুখে হাসি লেপ্‌টে আছে। তারা যেন আগুনের দরিয়ায় নয়, জান্নাতের ফুল বাগিচায় প্রবেশ করছে।

www.pathagar.com

ভাই

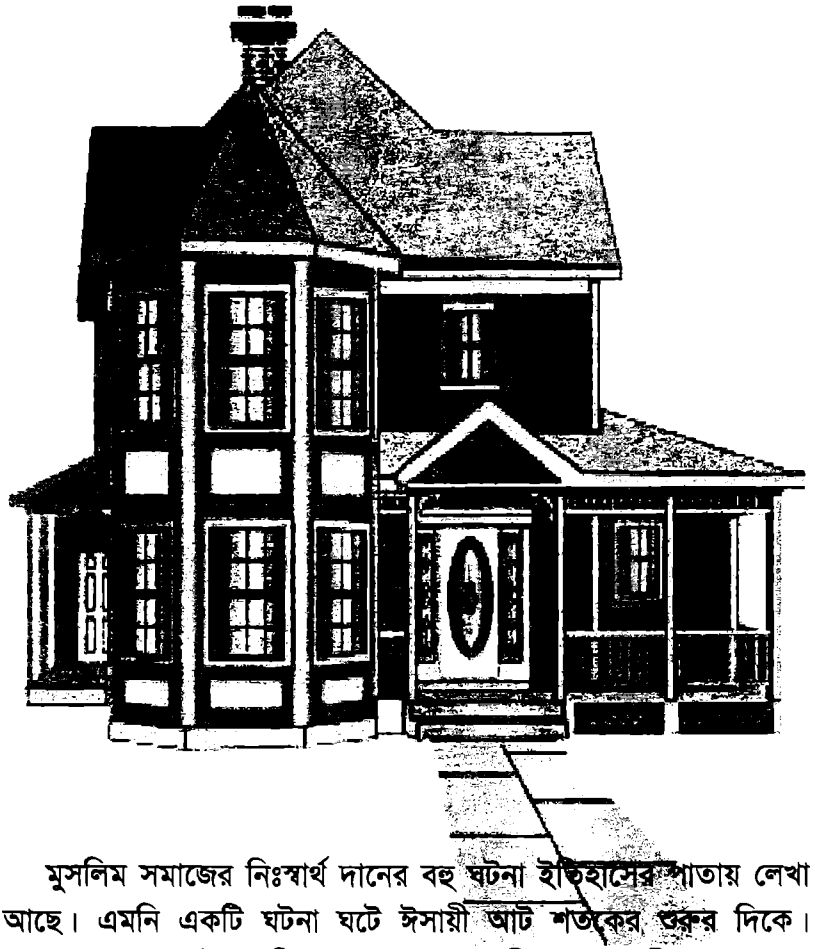

মুসলিম সমাজের নিঃস্বার্থ দানের বহু ঘটনা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। এমনি একটি ঘটনা ঘটে ঈসায়ী আট শতকের শুরুর দিকে। বাগদাদ তখন ইসলামী রাজ্যের রাজধানী। আব্বাসীয় বাদশারা বাগদাদের শাসনকর্তা। তখনকার দিনে বাগদাদের জৌলুস আজকের দুনিয়ায় কোনো বড় শহরের চেয়ে কম ছিল না। শহরে যারা বাস করত তাদের বেশীর ভাগই ছিল ধনী স্বচ্ছল পরিবার। বড় বড় দালান কোঠা। পাকা- পরিচ্ছন্ন রাজপথ। শহরবাসীদের জাঁকালো পোশাক-পরিচ্ছদসহ সব কিছুরই মধ্যে ছিল জাঁক-জমকের ছাপ।

www.pathagar.com

কিন্তু রাজধানীর বাইরে সব জায়গায় দেশের মানুষের অবস্থা সমান ছিল না। অনেক পরিবারে দারিদ্রের অভিশাপ নেমে এসেছিল। এমনি একটি গরীব পরিবার ছিল আহমদ আবদুল্লাহর। আবদুল্লাহ -পরিবার বাস করত বাগদাদ থেকে দূরে ছোট্ট একটা গাঁয়ে। অবস্থা খারাপ হবার পর জমি-জিরাত যাও একটু ছিল, তাও বিক্রি করে এ পরিবারটি একেবারে নি:স্ব হয়ে পড়েছিল। কাজের সন্ধানে অনেক চেষ্টা করেও যখন ছেলে-মেয়েদের মুখে দুমুঠো আহার যোগানো আবদুল্লাহর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না, তখন তারা গ্রাম ত্যাগ করার সংকল্প করল। আবদুল্লাহ তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বাগদাদের পথে রওয়ানা হল। সে মনে করল রাজধানী শহরে গেলে সে হয়তো কোনো কাজ পেয়ে যাবে। এভাবে হয়তো আল্লাহ চাইলে তার দারিদ্র দূর হয়ে যেতে পারে।

আবদুল্লাহর পরিবার বাগদাদ নগরীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। আবদুল্লাহর স্ত্রী জরিনা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাকে বেশ পেরেশানও দেখাচ্ছিল। জরিনা স্বামীকে জিজ্ঞেস করল,

"মনে হয় আমরা শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছি। শহরের দালান-কোঠার উঁচু উঁচু ছাদগুলো দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এ শহরে তো আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, পরিচিত বন্ধু-বান্ধবও নেই, তাহলে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে কোথায় গিয়ে উঠব?"

"আল্লার দুনিয়ায় কোথাও না কোথায় একটু মাথা গুজবার ঠাঁই হয়ে যাবে। কত লাখ লাখ লোক এই শহরে বাস করে। আর আমাদের মতো একটা ছোট্ট পরিবারের জন্য একটু জায়গা কোথাও পাওয়া যাবে না একথা ঠিক নয়। হাঁ, এখানে আমাদের আত্মীয়-স্বজন নেই। কিন্তু আমাদের লাখ লাখ ভাই আছে, একথা ভুলে যাও কেন?" আবদুল্লাহ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল।

"আল্লাহ করুন, আমাদের ভাইদের দিলে যেন রহম থাকে।" জরিনা আবার নিজের মনের আশংকা প্রকাশ করল।

"আল্লার উপর ভরসা কর।" আবদুল্লাহ আবার জোর দিয়ে বলল।

www.pathagar.com

দেখতে দেখতে আবদুল্লাহ পরিবার বাগদাদ শহরে প্রবেশ করল। এত বড় শহর, কোথায় যাবে, কিছুই ঠিক করতে না পেরে প্রধান সড়ক ধরে তারা এগিয়ে চলল জামে মসজিদের দিকে।

বাগদাদের বিশাল জামে মসজিদ। মসজিদে পৌঁছে প্রথমে তারা স্বামী স্ত্রী নামাযটা পড়ে নিল। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মসজিদের সিঁড়ির উপর বসিয়ে দিল।

আবদুল্লাহ বাইরে বেরিয়ে পড়ল তাদের রাত্রি যাপনের জন্য কোথাও কোন ঠাঁই পাওয়া যায় কিনা তা দেখার জন্য।

শহরের জামে মসজিদ সব সময় সরগরম। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা এখানে নামায পড়তে আসে। আশে পাশের অনেক দূরের লোকেরাও অন্তত দিনে এক ওয়াক্ত নামায এখানে এসে পড়ে যায়। সকালে বিকালে বহু ধনী লোকও এখানে আসে। এমনি এক ধনী লোক এলেন সেদিন নামায পড়তে। নামায শেষে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তার চোখে পড়ল এক মহিলা তার দু'তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে সিঁড়ির এক পাশে বসে আছে। তাদের পোশাক ও চেহারায় দারিদ্রের ছাপ সুস্পষ্ট। ধনীর কৌতুহল বেড়ে গেল। তিনি এগিয়ে গিয়ে তাদের এভাবে সিঁড়ির উপর বসে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

জরিনা জানালো, তারা বাগদাদের বাইরে দূর পল্লী থেকে কাজের সন্ধানে রাজধানীতে এসেছে। শহরে তাদের কোন থাকার জায়গা নেই। তাই তার স্বামী তাঁদের এখানে বসিয়ে রেখে থাকার মতো কোন জায়গা খুঁজতে শহরের মধ্যে গেছেন।

ধনী ব্যক্তি চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর একজন কর্মচারী সেখানে এলো, তার হাতে একটি দলীল। একটি বাড়ির দলীল। দলীলটি জরিনার হাতে দিয়ে সে বলল, অমুক আমীর আপনার স্বামীর নামে এই দলীলটি লিখে দিয়েছেন। আপনি, আপনার স্বামী ও আপনার ছেলেমেয়েরা এখন থেকে এই বাড়িটির মালিক। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে আপনাদের এ বাড়িতে

www.pathagar.com

পৌঁছে দেবার জন্য। এ বাড়িতে আপনাদের প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য-সামগ্রী আছে। খাট-পালঙ, জামা-কাপড়, হাঁড়ি- বাসন এবং কিছু দিনের খাবার দাবারের সব বন্দোবস্তও সেখানে মজুদ আছে।

জরিনা তার ছেলেমেয়ের হাত ধরে কর্মচারীটির সাথে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা একটি দালানে পৌঁছে গেল। জরিনা বাড়িটির দখল নেবার পর আমীরের কর্মচারীটি বিদায় নিল।

এদিকে শহরে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর আবদুল্লাহ জামে মসজিদে ফিরে এল। কিন্তু স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সিড়ির ওপরে না দেখে সে অবাক হল। মনে কিছুটা ভয়ও তার জাগল। ভাবতে লাগল, নতুন জায়গা, না জানি এখানে থেকে তারা আবার কোথা গেল।

ওদিকে আমীর ব্যক্তিটি আবদুল্লাহকে পথ দেখাবার জন্য আবার তার অন্য একজন কর্মচারীকে জামে মসজিদে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে ছিল সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। আবদুল্লাহর পেরেশানী দেখে সে ঠিক বুঝতে পারল। জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার পর সে বলল,

"আপনার পেরেশান হবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার এক ভাই আপনার নামে একটি বাড়ি লিখে দিয়েছেন। আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সে বাড়ির দখল নিতে সেখানে চলে গেছে। আপনি আমার সাথে আসুন। আমি আপনাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দেবো।

আবদুল্লাহ আল্লার শুকরিয়া আদায় করল।"

www.pathagar.com

সত্যের সেনানী

"সেটা ছিল একটা উপত্যকা। লম্বা চওড়ায় খুব একটা বড় সড় নয় আবার নেহাত এক চিলতেও নয়। মাঝারি গোছের। তার দু'পাশে দু'টো মাথা উঁচ বিশাল পাহাড়। এত উঁচু যেন মনে হয় আকাশ ছুঁই ছুঁই। মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট ফাটল মুখ হাঁ করে আছে। যেন প্রকান্ড গভীর খাদ কয়েকটা। সেই খাদগুলোর মধ্যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আগুনের শিখাগুলো লকলকিয়ে পাহার ছুঁয়ে যাচ্ছে। সারা উপত্যকায় যেন একটা তুখোড় আগুনের বন্যা। আগুনের সাগর ডিঙিয়ে উপত্যকার একেবারে সে

www.pathagar.com

মাথায় চেয়ে দেখলো নাক বরাবর চোখে পড়ে ফলে-ফুলে ভরা একটা সবুজ শ্যামল বাগান। সেখানে ঠান্ডা পানির ঝরণাও বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই আগুনের কোন ঝলক সেখানে পৌঁছতে পারছে না। সেই বাগানের মাঝখানে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তোমাকে মোটেই বুড়ি দেখাচ্ছিল না। তোমার বয়স অনেক কমে গেছে। একটা ষোল বছরের মেয়ের মত দেখাচ্ছিল তোমাকে। তোমার সারা শরীর থেকে পূর্ণিমার চাঁদের মত আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

আমাকে দেখে তুমি মিটিমিটি হাসছ। সেখান থেকে ইশারায় আমাকে ডাকছ। আবার মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলছ, ইয়াসির! এখানে চলে এস। আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আম্মার। সে আমাকে উস্‌কানি দিচ্ছে, আব্বাজান! আগুনের মধ্যে ঢুকে পড়ুন। এগিয়ে যান। দেখুন, এ আগুন আপনার কিছুই করতে পারবে না। বড় জোর শরীরটাকে একটু তাঁতিয়ে দেবে। কিন্তু ওখানে দেখুন, কী চমৎকার বাগান। আর আম্মাজানকে দেখুন কেমন ফূর্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ওদিকে তুমি ডাকছ, এদিকে আম্মার লেলিয়ে দিচ্ছে। আমি সামনে বাড়তেই চেয়েছিলাম। এমন সময় আগুনের শিখাগুলো যেন আমাকে তেড়ে এল। তাপে ঝলসে গেল সারা শরীর। আমার চোখ খুলে গেল। উহ্, কী ভয়ংকর, কী সুন্দর স্বপ্ন ছিল।"

এ কথা বলতে বলতে ইয়াসির চেঁচিয়ে উঠল, এখনো আমার দেহে সেই আগুনের তাপ পাচ্ছি।

সুমাইয়া এতক্ষণ চুপটি করে স্বামীর কথা শুনে যাচ্ছিল। এবার অস্থির হয়ে বলল, "আল্লাহ তোমাকে সব বালা- মুসিবত থেকে বাঁচান। কোন অমংগল চিন্তা করে মন খারাপ করো না। নাও, অনেকক্ষণ সকাল হয়ে গেছে, এবার অজু করে দুটো মুখে দাও। তারপর বাইরে গিয়ে কোন গণকের কাছ থেকে এই স্বপ্নের তাবির জেনে এস।"

ইয়াসির যখন কা'বার চত্বরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন বনি মখযুমের মজলিস গুলজার। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা চলছিল মনে হয়। ইয়াসিরের আগমনকে কেউ স্বাগত জানাল না। গুটিশুটি মেরে সে বসে পড়ল একপাশে। তার প্রতি মজলিসের শীতল মনোভাবে তার মনে বিরক্তির ভাব জাগল। কিন্তু সে জানে বনি মখযুমের এই লোকগুলো খুব বড়ই অহংকারী। সে এদের এই অহংকার আর অবহেলাকে একদম

www.pathagar.com

সইতে পারে না। তার প্রভু আবু হুযাইফা নিজেই উদ্যোগী হয়ে যদি এদের সাথে তার সামাজিক সম্পর্ক না বেঁধে দিয়ে যেত তাহলে সে নিজে কখনো এসে এদের সাথে মিশত না। আবু হুযাইফার সাথে অংগীকার না থাকলে সে এদেরকে ত্যাগ করে অন্য কোনো কুরাইশ গোত্রের সাথে মিশত। কিন্তু আবু হুযাইফার জীবনকালে সে যেমন তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল তেমনি তার মৃত্যুর পরও বিশ্বস্ত থাকবে। এই বুড়ো বয়সে অহংকারী বনি মখযুমের সাথে ছাড়াছাড়ি করে খামোখা একটা শত্রুতা কিনে নিতে চায় না সে।

তার প্রতি অহংকারী বনি মখযুমের এই শীতল ব্যবহারে এখন সে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই সে সব সময় অবহেলা সয়ে বসেই রইল চুপচাপ। সে মনে করেছিল স্বপনের ঘটনাটা এখানে বলে এদের মতামত শুনবে। কিন্তু না, কিছুই বলার আগ্রহ আর তার নেই। তবে তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

আমর ইবনে হিসাম (আবু জেহেল) তার দিকে মুখ করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, "কি হে ইয়াসির, আজ তোমার এত দেরী হবার কারণ কি?"

"কারণ তো নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে।"

ও, তুমি বুঝি হেঁয়ালি করতে চাও। তবে তোমার ব্যাপারে একটা কথা আমরা এখনো বুঝতে পারিনি। তুমি আমাদের দেবতাদের সামনে কখনো তাদের সম্বন্ধে দু'টো ভালো কথা বল না।"

ইয়াসির হেসে বলল, "তাহলে কি কখনো খারাপ কথা বলেছি বা দেবতাদের কোন ক্ষতি করেছি?

আবু জেহেল ক্রোধ গোপন করে কৃত্রিম গম্ভীর হয়ে বলল, "তারা আমাদের দেবতা। তাদের সম্পর্কে আমরা জানতে চাই, তাদের ব্যাপারে কে আমাদের সাথে আছে আর কে আমাদের বিরুদ্ধে।"

ইয়াসির একটু রাগের সাথে বলল, "আবুল হাকাম, কি বলতে চাও খুলেই বল না।"

"চোখ মটকে বিছানায় পড়ে থাক, ঘরের কোনো খবর রাখ না। জান না কাল থেকে তোমার ছেলে বেদীন হয়ে গেছে।" আবু জেহেল মুখ ভেংচে উঠল।

www.pathagar.com

এ কথা শুনতেই ইয়াসিরের মাথা গুলিয়ে গেল। সে যেন কানে আর কিছুই শুনতে পেল না। কোন কথা না বলে সেখান থেকে উঠে ঘরে চলে এল।

ঘরের দরজায় পা দিয়ে তার মনে হল ঘরের সব জিনিসই যেন বদলে গেছে। ঘরের লোকজনরাও বদলে গেছে। ঘরের পুরো অবস্থাটাই অন্য রকম। স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখল সে যেন আনন্দে ডগমগ করছে। কাছে যেতেই সে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "খুশী কর, আনন্দ কর ইয়াসির! আজ আম্মার আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ এনেছে।"

ইয়াসির অবাক হয়ে বলল, "আখেরাত! আখেরাত! আবার কি? আজকাল আমার যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। রাতের বেলা স্বপ্ন দেখি ভয়ংকর আর দিনের বেলা বন্ধুদের জ্বালাতন .... মাথাটা কেমন যেন আমার হয়ে যাচ্ছে।"

পেছন থেকে আম্মার বলে উঠল, "আব্বাজান আর চিন্তা নেই। আমি আপনার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ এনেছি।"

ইয়াসির কিছুটা ক্ষোভের সাথে বলল, "ব্যাপার কি? তুমি কি বলতে চাও আম্মার? লোকেরা বলে তুমি বেদীন হয়ে গেছ। হতভাগা ছেলে। নিজের বাপ-মার গলায় আবার কী মুসিবত ঝুলিয়ে দিতে চাইছ?"

আম্মার হেসে বলল ঃ আব্বাজান! ওভাবে বলবেন না। বরং বলুন কী নিয়ামত নিয়ে এসেছ? কারণ আমি তো আপনাদের দু'জনের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ এনেছি। হাঁ, কেউ নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছে আমি বেদীন হয়ে গেছি। আসলে আমি বেদীন হইনি। আমি তো সেই আল্লার অনুগত হয়ে গেছি যিনি সূর্য, চাঁদ ও তারাগুলো তৈরী করেছেন আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের কাছে তাঁর রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি আমাদের সহজ ও সোজা পথে চালাতে পারেন।"

ইয়াসির কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল। মনে হল কথাগুলো যেন তার কানে না ঢুকে সরাসরি মনের গহিনে প্রবেশ করেছে। তার বুড়ো, ঝিমিয়ে পড়া বিবেক যেন অভিভূত হয়ে পড়ছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর গভীর চিন্তায় আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে লাগল। আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করতে থাকল।

www.pathagar.com

"আচ্ছা! তাহলে এ-ই - সে-ই! এ- ই সে-ই!"

আব্বাজান! আপনি কি বলছেন? আম্মার পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ইয়াসির কথা বলতে চাইল। কিন্তু তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তার মুখে আর কোন কথা সরছিল না। শুধু দু'চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে অশ্রু ঝরতে থাকল।

বেশ কিছুক্ষণ পর বিড়বিড় করে বলতে থাকল, "ঠিকই বলেছ, আম্মার! আজ তুমি আমার অনেক দিনের পুরনো কথা মনে করিয়ে দিলে। এই মক্কা শহরে আমি যখন প্রথম এসেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল বড় জোর বিশ বছর। আবু হুযাইফা তখনই আমাকে তাদের দেবতাদের কাছে নিয়ে গিয়ে দেবতাদের অনুগত হবার ও তাদের পূজা করার জন্য হলফ নিতে চেয়েছিল। তখন আবু হুযাইফার সাথে আমার যে কথাগুলো হয়েছিল এখন তা স্পষ্ট মনে আছে। আমি বলেছিলাম, কাউকে পূজা করতে হলে আমি সাগরের পূজা করতাম। কারণ সাগরের বিশালত্ব ও ভয়ংকর গর্জন অনেক সময় আমার মনে ভীতির সঞ্চার করে। অথবা আমি সূর্যের পূজা করতাম। কারণ সূর্য তো অন্তত আমাকে আলো দেয়। অথবা আকাশের তারার পূজা করতাম। কারণ তারার সাহায্যে আমি রাতের বেলা পথের দিশা পাই। কিন্তু এদের কেউ-ই আসলে আমার মনে কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। আর এই মাটির দেবতাদের মধ্যে কি আছে? কিছুই তো নেই!"

"তাহলে আম্মার! তোমাকে মুহাম্মদ এ কথা বলেছে, এই সব জিনিসের একজন স্রষ্টা আছেন, তিনি এদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এবং এদের পরিচালনাও করছেন.... এ-ই তো সে-ই!"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথা ঝুঁকিয়ে থাকল সে। তারপর যখন মাথা তুলল তখন দেখা গেল তার দু'টি গন্ড চোখের পানিতে ভেসে গেছে। সে তখনো কেঁদে চলছিল। সে বলতে লাগল, "অবশ্যি। এ-ই সে-ই। এরই জন্য আমি নিজের জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশের পথে পাড়ি জমিয়েছিলাম।"

চোখ উঠিয়ে এবার সে পাশে দাড়ানো স্ত্রীকে দেখে নিল তারপর প্রিয় পুত্রের দিকে চেয়ে বলল, "আম্মার! মুহাম্মদের কাছে আমাদের কখন নিয়ে যাবে? আমরাও তার কথা শুনব।"

www.pathagar.com

"এখনই চলুন।"

সেদিন সন্ধ্যে হতে না হতেই আবু জেহেল বনি মখযুমের একদল যুবককে সঙ্গে নিয়ে ইয়াসিরের ঘরে চড়াও হল। ইয়াসির, সুমাইয়া ও আম্মারকে শিকল দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলল। আর তাদের ঘরটায় আগুন লাগিয়ে দিল। তিনজনকে একটা ঘরে বন্দী করে রাখল। রাতে ইয়াসির সুমাইয়াকে বলতে লাগল, "দেখ সুমাইয়া, আজ এই প্রথমবার আমার স্বপ্ন আমার সামনে তুলে ধরা হচ্ছে।" ওদিকে আম্মার বলতে থাকল, "আম্মাজান! কোন চিন্তা করবেন না, এর পরে আছে জান্নাত। সেখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী বলে যারা মেনে নিয়েছে এবং যারা তার দাওয়াত গ্রহণ করেছে তাদের জন্য আছে সব রকমের আরাম আয়েশ। আর সবচেয়ে বড় কথা হল সেখানে আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।"

পরের দিন সকালে আবু জেহেল তার গোলামদের ও বনি মখযুমের নওজোয়ানদের দলবল নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে কয়েদী তিনজনকে বের করে আনল। তারপর একদল তাদের গলায় দড়ি বেঁধে পথে টেনে নিয়ে যেতে থাকল আর একদল পেছন থেকে ধাক্কাতে থাকল। যাদের হাতে-পায়ে শিকল বাঁধা তারা কেমন করে দৌড়াতে পারে? কিন্তু তাদের দৌড়াতে বাধ্য করার জন্য আবু জেহেল ও তার লোকেরা বল্লম ও সাঁড়াশী নিয়ে তাদের পিঠে গাঁথতে থাকল। ধারাল খনজরের ডগার আঘাতে তাদের পিঠে জায়গায় জায়গায় বড় বড় ঘা হয়ে গেল। তাদের শরীর থেকে যতই রক্ত বের হচ্ছিল ততই আবু জেহেলের দলবল হল্লা দিয়ে উঠছিল। পৈশাচিক অনন্দে মেতে উঠেছিল। তাদের জোরে দৌড়াবার জন্য চাবুক মারার ব্যবস্থাও করা হল। কখনোও ইয়াসির ও আম্মারের দাড়ি ধরে টানাটানি করা হল। আবার কখনো চুলের মুঠি ধরে সুমাইয়াকে আছড়ানো হল। যতই বেলা উঠছিল ততই জালেমদের মাথায় খুন চাপছিল যে পথ দিয়ে তারা চলছিল শোরগোল ও হৈ হল্লা শুনে ঘর থেকে লোকেরা বের হয়ে তাদের দেখছিল। জানালা দিয়ে মেয়েরা উঁকি মেরে এ অবস্থা দেখে ভয়ে জানালা বন্ধ করে দিচ্ছিল। পথের দু'পাশে লোকজন জড়ো হয়ে তামাশা দেখছিল।

আল্লার তিনজন মুমিন মজলুম বান্দা আল্লার ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট ছিল। এত জুলুম ও নির্মম অত্যাচারের মধ্যে তারা টু শব্দটিও করেনি।

www.pathagar.com

তারা নীরবে সহ্য করে যাচ্ছিল সব র্নিযাতন। তাদের দিল কথা বলছিল। আল্লার প্রশংসা গাইছিল। কিন্তু তাদের মুখে লাগানো ছিল তালা। যেন কসম খেয়ে বসেছিল, হাজার আত্যাচারে তাদের শরীর ছিন্নভিন্ন করে ফেললে এবং তাদের ঘাড় থেকে মাথাটা পাক দিয়ে ছিঁড়ে নিলেও তারা একটুও রা করবে না। মুখে কোনো প্রকার কষ্ট প্রকাশ করবে না।

এভাবে শহর থেকে টানতে টানতে আবু জেহেল ও তার দল বল তাদেরকে মরুভূমির মধ্যে এনে ফেলল। সেখানে বালুকণাগুলো যেন আগুনের মতো জ্বলছিল। এখানে এসে আবু জেহেল ইয়াসিরের মুখে মারল এক ঘুসি। তার দেখাদেখি তার সশস্ত্র দলবলও তিনজন হাত- পা বাঁধা কয়েদীর মুখে বুকে কিল , ঘুসি ও বর্শার আঘাত করতে থাকল। তারপর আবু জেহেলের হুকুমে তার দলবল লোহার শলাকা গরম করে তাদের বুকে পিঠে ছ্যাঁকা দিতে লাগল। তারপর মরুভূমির ওপর চ্ত করে শুইয়ে দিয়ে তাদের বুকের ওপর তুলে দিল বড়বড় পাথরের চাই।

আবু জেহেল চাইছিল তাদের মুখ থেকে আওয়াজ বের করতে। সে চাইছিল তারা কেঁদেকেটে তাদের কাছে ফরিয়াদ করুক। কিন্তু আল্লার তিন মুমিন মুজাহিদ বান্দার দিল আল্লার ফয়সালায় সন্তুষ্ট ছিল। তারা আল্লার কাছে অশেষ পুরুস্কার লাভের আশায় নিশ্চন্ত হয়ে গেয়েছিল।

মক্কায় শান্তিময় জীবনে এ ধরনের ঘটনা ছিল এই প্রথম। মুমিনদের দলের ওপর এটিই ছিল দলবদ্ধ প্রথম অত্যাচার। অত্যাচারে আল্লার তিনজন মুমিন বান্দা সফলভাবে উর্ত্তীণ হতে পেরেছিল।

www.pathagar.com

ঘুম

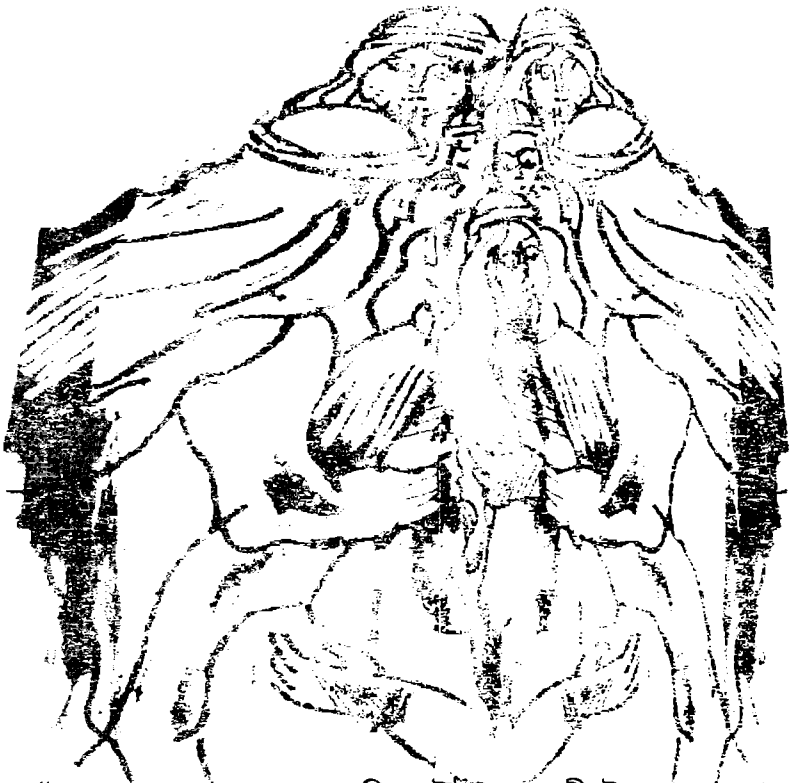

"মনে হচ্ছে যেন লম্বা ঘুম দিয়ে উঠলাম। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। আচ্ছা, বলতো আমরা কতক্ষণ ঘুমালাম?"

"কতক্ষণ হবে আর! এই ধর একদিন বা তার চেয়ে কিছু কম সময়।"

"আল্লাহ ভালো জানেন আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি। তবে দিন বেশ চড়েছে মনে হচ্ছে। খুব খিদে পেয়ে গেছে। ধারে কাছের শহরে একজনকে পাঠাও। কিছু খাবার দাবারের ব্যবস্থা করুক।"

তারা সাতজন এবার বসে গেলেন সলা- পরামর্শ করতে। কাকে পাটানো যায়? কে যাবে শহরের দোকান থেকে খাবার কিনে আনতে?

www.pathagar.com

সবার দৃষ্টি পড়লো ইয়াম্‌লিখুসের ওপরে। সেই সবচেয়ে বেশী চটপটে। আবার সাহসটাও তার একটু বেশী।

"ইয়াম্‌লিখুস, তুমি যাও! এই টাকা কটা নাও।"

"তবে হাঁ, সাবধান! জালেম রাজা ডিসিয়াসের চরেরা তো আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। তাদের কেউ যেন ঘূণাক্ষরেও জানতে না পারে আমরা এই গুহায় লুকিয়ে আছি।"

হাঁ খুব সাবধান! তোমার কাজ শুধু কড়ি ফেলা আর খাবার নেওয়া। দোকানীর সাথে গল্প গুজবে জড়িয়ে পড়ার কোনো দরকার নেই। যত কথা কম বলবে তত কম বিপদ। জানতো বোবার শত্রু নেই। যাও বেরিয়ে পড়।"

ইয়াম্‌লিখুস টাকা ক'টা ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলেন। শহরটা পাহাড়ের উল্টো দিকে। তাদের গুহাটা উত্তর মুখী। ফলে সূর্য পুব থেকে পশ্চিমে যায় কিন্ত তাদের গুহায় রোদ ঢোকে না। তাই লোকজনও পাহাড়ের সেদিকটা মাড়ায় না বড় একটা বেশী।

ইয়াম্‌লিখুসকে পাহাড় থেকে নেমে বেশ কিছুটা পথ হাঁটতে হল। শহরের একদিকটায় আবার ডায়না দেবীর মন্দির। কী জানি পথে কত লোকের সাথে দেখা হবে, ইয়াম্‌লিখুস ভাবলেন। মানুষ এত বোকা কেমন করে হয়, তিনি ভেবে পেলেন না। যে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, সারা দুনিয়া জাহান সৃষ্টি করেছেন, সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ, জীব- জানোয়ার, পাখি, গাছ- পালা সবার আহার যোগাচ্ছেন, সব কিছু পরিচালোনা করছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে মানুষ কিনা পূজা করছে মাটির পুতুল ঐ ডায়নাকে! হায়! হায়! ঐ পুতুলটার তো নিজের একটু নড়ে বসার ক্ষমতাও নেই।

এই সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তিনি শহরের কিনারে ঢুকে পড়লেন। একটা খাবারের দোকান দেখতে পেলেন একদম ফাঁকা। সেখানে গিয়ে উঠলেন। দোকানীকে পছন্দমত খাবার দিতে বললেন। খাবারগুলো চাদরের কিনারায় বেঁধে নিয়ে টাকাটা দোকানীর হাতে দিলেন। কিন্তু গোল বাধল এবার।

www.pathagar.com

ওকি টাকাটার দিকে দোকানী অমনভাবে চেয়ে আছে কেন? কোন রকম সন্দেহ করছে নাকি?

"এ টাকা আপনি কোথায় পেয়েছেন?"

"কেন আমার নিজের --।

ধীরে ধীরে ইয়াম্‌লিখুসের ভয় বেড়ে যেতে থাকল। আশপাশের দোকানীরা ও ক্রেতারা ভীড় জমাতে লাগল একে একে। ইয়াম্‌লিখুসকে ঘিরে জমে উঠল বেশ একটা ছোট খাট ভীড়। যে-ই টাকাটা দেখে, তাজব হয়ে যায়। একজন বললো, এতো রাজা ডেসিয়াসের আমলের টাকা। দেখছ না, এর গায়ে রাজা ডিসিয়াসের ছবি। এরকম টাকা আমি আগেও দেখেছি। আমাদের বাড়িতে পুরাতন সিন্দুকে আমার পরদাদার দাদার আমলের বেশ কয়েকটা মুদ্রা রাখা আছে, তার মধ্যে এই ধরনের মুদ্রাও আমি দেখেছি।

"তা ভাই, এ টাকা আপনি পেলেন কোথায়? এতো আজ থেকে দু'শো বছর আগের টাকা। নিশ্চয়ই কোথায়ও গুপ্তধনটন পেয়েছেন।"

"তার মানে? আপনি কি বলতে চান?"

"মানে, আপনি কোথাও থেকে কুড়িয়ে এ টাকাটা নিয়ে এসেছেন, তা আমি বলছি না। নিশ্চয়ই এ রকম টাকা আপনার কাছে আরো অনেক আছে।"

ইয়াম্‌লিখুস ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। এদের কথা কিছুই তার মগজে ঢুকছে না। এরা বলে কী, দু'শো বছর আগের টাকা। আবার বলে, রাজা ডেসিয়াসের আমলের। তার মানে? হিসাবে তো কিছুই মিলছে না। দু'শো বছর আগের? ডেসিয়াসের আমলের? তাহলে কি জালেম ডেসিয়াস এখন নেই? তিনি আর কিছুই ভাবতে পারছেন না, অবাক বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে গেলেন।

একজন তার কাঁধ ধরে নাড়া দিল।

"এই যে ভাই! কিছুই যে বলছেন না।"

"না, এ টাকা তো আমার নিজের। আমরা তো কোন গুপ্তধন পাইনি।"

www.pathagar.com

"আবার আমরা? তার মানে আপনি একা নন। এ টাকার সাথে আরো লোক জড়িত আছে।"

এতক্ষণে সবার খেয়াল হল। একজন তার সন্দেহের কথাটা বলেই ফেলল।

"আচ্ছা, আপনি কোন দেশের লোক? লেবাসে পোশাকে তো আপনাকে এ শহরের লোক বলে মনে হচ্ছে না। দু'শো বছর আগে যে রাজা ডেসিয়াস মারা গেছে তার আমলের একটা টাকা এনে দোকানীকে ধোকা দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই আপনি এদেশের লোক নন। এদেশের লোক কেউ এমন প্রতারণার কাজ করতে পারে না। আমরা সবাই এক আল্লাহ বিশ্বাসী মুসলিম। আল্লার নবী ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মত আমরা। আমরা এই ধরনের প্রতারণাকে বড় গুনাহ মনে করি।"

ইয়াম্‌লিখুসের বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতে চায় না। ভেবে পান না, ব্যাপারটা কি? তাকে চুপ থাকতে দেখে লোকেরা তাকে ঠেলে নিয়ে গেল নগর কোতোয়ালের দপ্তরে। কোতোয়াল সাহেব সব বৃত্তান্ত শুনে পাকাপাকিভাবে ধারণা করে বসলেন, নিশ্চয়ই লোকটা কোথাও রাজা ডেসিয়াসের আমলের বিপুল পরিমাণ গুপ্তধন পেয়ে গেছে। তিনি এই গুপ্তধনের সন্ধান দেবার জন্য তার ওপর চাপ দিলেন।

"বল এ টাকা কোথায় পেয়েছ? এতো রাজা ডেসিয়াসের আমলের টাকা। আর ডেসিয়াস মারা গেছে আজ প্রায় দু'শো বছর হয়ে গেল। তখন এদেশের লোকেরা সব ডায়না দেবীর পূজা করত। আর আজ এশিয়া মাইনরের এই এলাকায় পুতুল পূজা ও শিরকের নামগন্ধও নেই। তুমি গুপ্তধনের সন্ধান না দিলে তোমাকে বাদশাহ থিয়োডোসিসের হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য হব।"

এতক্ষণে ইয়ামলিখুস যেন চেতনা ফিরে পেলেন। বাজারের লোকদের কথা এবং কোতোয়ালের কথার মধ্যে পার্থক্য না দেখে তিনি বিড় বিড় করে বলতে থাকলেন, "এ্যাঁ, বলে কী, ডেসিয়াস মারা গেছে দু'শো বছর হয়ে গেছে! কিন্তু আমি ও আমার ছ'জন সাথী তো মাত্র গতকাল এই গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। জালেম ডেসিয়াসের অত্যাচার ও তার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কাছে এছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ ছিল না।"

www.pathagar.com

ইয়াম্‌লিখুসের একথা শুনে কোতোয়াল এবং তার কাছে উপস্থিত লোকেরা সবাই অবাক হয়ে গেল। এটা কেমন সরে সম্ভব? তারা আল্লার নবীর ধর্ম মেনে চললেও বেশ কিছুকাল থেকে পরকালে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। মানুষ মরে গিয়ে আবার জীবিত হবে? কেমন করে? হাজার হাজার বছর পরে আবার সব মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে এবং আল্লার কাছে তাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত কাজের হিসাব দেবে, এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? কিন্তু তাদের সামনে দাঁড়ানো এই সহজ সরল যুবকটির কথাও তারা অবিশ্বাস করতে পারছে না।

ভীড়ের মাঝখান থেকে একজন বলে উঠল "আচ্ছা, আমরা যে সাতজন যুবকের একটা গল্প শুনি এরাই কি তারা? অনেকদিন অনেক বছর আগে তারা নাকি মুশরিক বাদশার অত্যাচারের ভয়ে পাহাড়ের কোন গুহায় গিয়ে শুয়ে আছে বলে শোনা যায়।"

অনেকেই বলল, এরকম একটা গল্প তারাও শুনেছে, কিন্তু বিশ্বাস করেনি।

ঘটনাটা কতদূর সত্য তা জানার জন্য ইয়াম্‌লিখুসকে সাথে নিয়ে নগর কোতোয়ালের নেতৃত্বে সবাই চলল পাহাড়ের দিকে। ইতিমধ্যে বাদশার কানে পৌঁছুল খবরটা। তিনিও লোকজন নিয়ে অতি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন। সবাই অবাক হয়ে দেখল অন্য ছয়জন যুবক ও তাদের কুকুরটিকে।

সাতজন যুবক তাদের ঘটনা শুনাল। ডায়না দেবীর পূজারী রাজা ডেসিয়াস আল্লার সত্য দীন ইসলামের ছিল ঘোরতর শত্রু। তাদের সত্য দীন গ্রহণের খবর শুনে বাদশাহ তাদের দরবারে ডেকে পাঠায়। বাদশাহ্ তাদের জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মাবুদ কে? তারা জবাব দেন, "পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা ও সারা বিশ্ব জাহানের সমস্ত পরিচালনাকারী আল্লাহ আমাদের মাবুদ্।" তাদের কথায় ডেসিয়াস ক্রুদ্ধ হয়। সে কোনো তওহীদবাদীকে বরদাশ্ করতে পারত না। তবুও তাদের বলে, তোমরা কম বয়সের কিশোর। এখনো তোমাদের বুদ্ধি পাকেনি। তাই তোমাদের চিন্তা করার জন্য তিনদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে যদি তোমরা তোমাদের বিশ্বাস ত্যাগ করে ডায়না দেবীকে মাবুদ বলে মেনে নিতে রাজী হয়ে যাও তাহলে ভালো, নয়তো তোমাদের কঠোর শাস্তি দেয়া

www.pathagar.com

হবে। তারা সাতজন নিজেদের বিশ্বাস থেকে একচুলও নড়তে রাজী হলেন না। তাই জালেম রাজা ডেসিয়াসের শাস্তির ভয়ে ২৫০ খ্রিষ্টাব্দের কোনো এক দিনে তারা আফসুস শহরের পাশের পাহাড়ের দিকে চললেন লুকিয়ে থাকার জন্য। শহর থেকে বের হবার সময় একটি কুকুরও তাদের সাথে সাথে চলল। তারা হাজার চেষ্টা করেও কুকুরটিকে তাড়াতে পারলেন না। কুকুরটি তাদের সাথে সাথে এসে পাহাড়ের গুহার মধ্যে ঢুকল। পথ শ্রমের ক্লান্তিতে তারা সাথে সাথেই গুহার ভিতরে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর কুকুরটি দু'পা সামনের দিকে বিছিয়ে গুহার মুখে বসে থাকল।

১৯৭ বছর পর ৪৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তাদের ঘুম ভাঙল। তখন কাইসার ২য় থিয়োডোসিস সেখানকার শাসক। তিনি ছিলেন আল্লার নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী মুসলিম।

এটা ছিল শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের মাত্র ১২৩ বছর আগের ঘটনা।

বাদশার সাথে কথা শেষ করার পর সাতজন মুমিন যুবক আবার গিয়ে গুহার মধ্যে তাদের জায়গায় শুয়ে পড়লেন এবং সংগে সংগেই তাদের ইন্তেকাল হয়ে গেল। কিন্তু পরবর্তী কয়েকশ' বছর পর্যন্ত মানুষ তাদের কথা স্মরণ করতে ও তাদের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে।

আজকের দুনিয়ার মানুষের কাছে তাঁরা আসহাবে কাহাফ নামে পরিচিত।

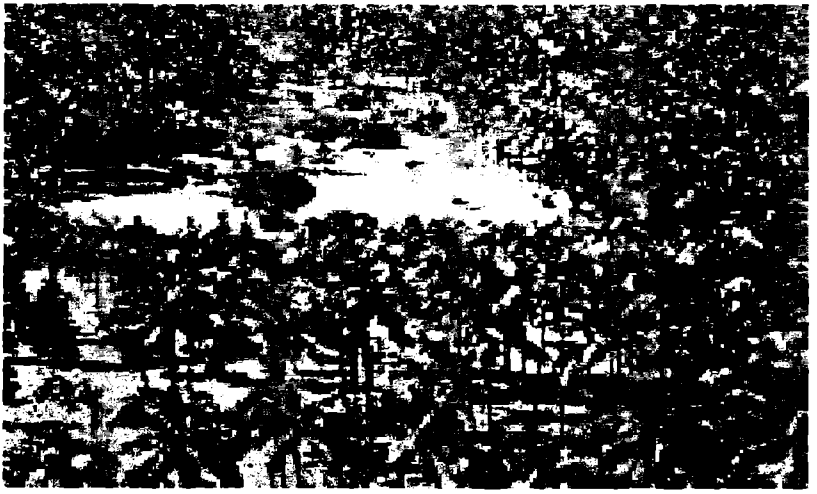

www.pathagar.com

মৃত্যুহীন জীবন

সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী তখনো তরুণ। উঠতি যুবক বলা যায়। জীবন তার কাছে মাত্র কয়েকটা বছরের ঘটনা। মক্কার আশেপাশের পাহাড়গুলোয় ঘুরে বেড়ানো, খোলা প্রান্তরে তীর আর নেজা চালানো, ঘোড়া দৌড়ানো। আর কি? আর মাঝে মাঝে উটের পিঠে চড়ে অনেক দূরের গোত্রগুলোর মধ্যে চলে যাওয়া। সেখানে তার মতো আরো অনেক তরুণের সাথে তার বেশ ভাব জমে উঠেছিল।

তারপর একদিন বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। কুরাইশ সরদাররা এক বিরাট যোদ্ধা বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেল মদীনার দিকে। মুসলমানদের সাথে এই প্রথম লড়াইয়ে তারা হেরে এল। তাদের অনেক বড় বড় যোদ্ধা মারা গিয়েছিল। অনেকে বন্দী হয়েছিল মুসলমানদের হাতে। এই দুঃখ

www.pathagar.com

আর হতাশার দিনে হঠাৎ একদিন ছড়িয়ে পড়ল মক্কায় একটা আনন্দের বার্তা। মুসলমানদের একটা দলকে কৌশলে প্রতারিত করে ধরে আনা হয়েছে। তাদের হত্যা করে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়া হবে।

মক্কার অদূরে মিনতাকায়ে তানয়ীম। সেখানে শূল তৈরী করা হয়েছে। তাদের শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। মক্কার বড় বড় সরদার আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, সাফ্ওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং আরো কয়েকজনের নেতৃত্বে গণ্যমান্য লোকদের বিরাট দল এই হত্যাযজ্ঞ দেখতে তানয়ীমে হাযির হল। তাদের আহবানে যুবক সাঈদ ইবনে আমেরও সেখানে গেলেন।

মিনতাকায়ে আজ যেন একটা উৎসব চলছে। হত্যা উৎসব। সাঈদ দেখলেন, ময়দানে একটা শূলদন্ড দাঁড় করানো হয়েছে এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হাতে পায়ে শৃংখলিত নবী মুহাম্মদের (স) সাথী খুবাইব ইবনে আদী। শিশু, নারী ও বৃদ্ধরা তার চারদিকে কোলাহল করছে। মৃত্যুর আগে তারা তাঁকে মৃত্যু যন্ত্রণার সামান্য স্বাদ দিতে চাচ্ছে। কিন্তু খুবাইবের চেহারায় কোনো রকম বিরক্তি, উদ্বেগ, ভয় বা যন্ত্রণার কোনো লক্ষণ ফুটে উঠছে না। তিনি যেন অন্য এক জগতে চলে গেছেন। শিশু ও নারীদের চীৎকার ভেদ করে তার কণ্ঠ শোনা গেলঃ "মৃত্যুর আগে যদি তোমরা আমাকে একটু শৃংখলমুক্ত করে দিতে, তাহলে আমি দু'রাকাত নামায় পড়ে নিতাম।"

সাঈদের কানে কথাটা নতুন শোনাল। মৃত্যু পথযাত্রী এই মুসলমানটির দুনিয়ার আর কোনো খায়েশ নেই। তার আল্লার সমীপে দু'রাকাত নামায পড়াই তার শেষ ইচ্ছা। সাঈদ চোখ তুলে দেখলেন, কয়েদীর শৃংখল খুলে দেয়া হয়েছে। তিনি কাবা শরীফের দিকে মুখ ক'রে দু'রাকাত নামায পড়ছেন।

আহা, কী সে নামায! আহা, কী সে তন্ময়তা! যেন ডুবে গেছেন খুবাইব মহাসমুদ্রের গহীন তলদেশে। তিনি যেন অন্য জগতের মানুষ।

ডাইনে বামে সালাম ফিরে বললেন, "আল্লার কসম! তোমরা হয়তো ভাববে, মৃত্যু -ভয়ে আমি নামায দীর্ঘ করে দিয়ে সময় ক্ষেপণ করছি।

www.pathagar.com

তাই নামায় দীর্ঘ করলাম না।"

লোকেরা তাঁকে শূলে চড়াচ্ছিল। তাঁর গায়ে তীরও নেজা নিক্ষেপ করছিল। তাঁর শরীর থেকে গোশ্‌ত ও অংগ প্রত্যংগ কেটে নিচ্ছিল। তবুও তাঁর চেহারায় যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না।

লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "মুহাম্মদকে তোমার জায়গায় রেখে আমরা তোমাকে মুক্ত করে দিতে চাই, তুমি কি এটা পছন্দ করবে?"

খুবাইবের শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত ঝরছিল। তবুও তিনি চীৎকার করে উঠলেনঃ

"আল্লার কসম! আমি নিজের পরিবার পরিজনদের মধ্যে নিরাপদে থাকব আর তার বিনিময়ে যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ে এক টুকরো কাঁটা ফুটিয়ে দিতে বলা হয় তাহলে তাতেও আমি রাযী হব না।"

তার এই কথায় কুরাইশ সরদারদের শরীরে যেন আগুন লেগে গেল। তারা একযোগে চীৎকার করে উঠলঃ

"একে খতম করো। সাবাড় করো। এখনই শেষ করে দাও।"

সাঈদ ইবনে আমের দেখলেন, শূল দন্ড থেকে খুবাইবের চোখজোড়া আকাশের দিকে উঠে গেল। তিনি বলতে লাগলেন,

"হে আল্লাহ। এদের সবাইকে হত্যা কর। এক জনকেও ছেড়ে দিয়ো না।"

এরপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কুরাইশরা সদল বলে মক্কায় ফিরে এল। কিছুদিনের মধ্যে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে গেল। সবাই মিনতাকায়ে তানয়ীমের এই একক ঘটনাটির কথা ভুলে গেল। খুবাইব এবং তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার কথা আর কারোর মনে থাকল না।

কিন্তু যুবক সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী খুবাইবের কথা ভুলতে পারলেন না। তাঁকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করার ঘটনা যেন তখনো তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল।

রাতে ঘুমিয়ে পড়তেন। স্বপ্নে দেখতেন খুবাইবকে শূলবিদ্ধ করা হচ্ছে। জেগে উঠতেন। মনে হতো খুবাইব এইমাত্র বুঝি চলে গেলেন।

www.pathagar.com

তাঁর চিন্তা ভাবনায় খুবাইব ছেয়ে গেলেন। যখনই নিরিবিলি থাকতেন, দেখতেন খুবাইব যেন তাঁর শেষ দু'রাকাত নামায পড়ছেন। আহা, কী সে নামায। শূলদন্ড দাঁড়ানো আছে, আর তার পাশে মৃত্যু পথযাত্রী খুবাইব পড়ছেন দু'রাকাত নামায! আহা নামায নয় যেন হৃদয়ের প্রশান্তি। যেন সারা দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

তিনি যেন খুবাইবের আহবান শুনতে পাচ্ছেন। কুরাইশ সরদারদের বিরুদ্ধে তাঁর শেষ অভিশাপ যেন তার কানে বাজছে। "হে আল্লাহ! ওদের একজনকেও ছেড়ে দিয়ো না।" এই বুঝি আকাশ থেকে বজ্রপাত হল অথবা পাথর খণ্ড ঝরে পড়ল এবং কুরাইশ নেতারা সবাই একসাথে নিপাত গেল।

যুবক সাঈদের হঠাৎ চোখ খুলে গেল। ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে খুবাইব তার চোখ খুলে দিয়ে গেছেন। যা তিনি বহুদিন বহু চেষ্টায় শিখতে পারেননি তা খুবাইব তাকে এক মুহূর্তে শিখিয়ে দিয়ে গেলেন।

খুবাইব তাকে শিখিয়ে দিয়ে গেলেন, মানুষের এই জীবন একটা অটল বিশ্বাসের নাম। আর এই বিশ্বাসের পথে আমৃত্যু সংগ্রাম ও জিহাদ করে যাওয়াই প্রকৃত জীবন।

খুবাইব আরো শিখিয়ে দিয়ে গেলেন, অটল বিশ্বাস ও ঈমান দুনিয়ায় বিস্ময়কর ঘটনাবলীর জন্ম দেয়। ঈমান এমন সব অলৌকিক কাজ করে যায়, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না।

তিনি আর একটা কথাও শিখিয়ে গেলেন, এই ব্যক্তি, যাঁকে তাঁর সাথীরা নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশী ভালোবাসতে পারে, তিনি একজন সাচ্চা নবী না হয়ে পারেন না। এহেন ব্যক্তির নবুওয়াতের প্রতি বিশ্ব জাহানের মালিক, প্রভু ও পরিচালকের সমর্থন রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই।

এভাবে সাঈদ ইবনে আমেরের হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেল ইসলামের জন্য। তিনি একদিন জনসমাবেশে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ "আজ থেকে কুরাইশদের মিথ্যা ও বানোয়াট মূর্তিগুলির সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

www.pathagar.com

তিনি মূর্তি পূজা ত্যাগ করলেন। আল্লার দীনকে গ্রহণ করলেন জীবনের একমাত্র সত্যরূপে।

তারপর সাঈদ ইবনে আমের একদিন মক্কা থেকে হিজরত করলেন মদীনায়। তিনি হলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন প্রিয় সাথী। তাঁর সাথে খয়বর এবং আরো অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন। একদিন রসূলের (স) খলীফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আনুগত্য করলেন। হযরত আবু বকরের (রা) পরে খলীফা হলেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তখনো সাঈদের আনুগত্যের কমতি হলো না। হযরত উমর (রা)- এর খিলাফত আমলে একদিন তিনি খলীফার কাছে গিয়ে বললেন ঃ

"হে উমর! মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আল্লার ব্যাপারে মানুষকে ভয় কর না। তোমার কাজ যেন কথার বিপরীত না হয় কারণ সবচেয়ে ভাল কথা তাকেই বলা হয়, কাজের মাধ্যমে যার সমর্থন পাওয়া যায়।

"হে উমর! আল্লাহ তোমাকে মুসলমানদের মধ্য থেকে যাদের অভিভাবক করেছেন তাদের প্রতি সদয় হও। তুমি নিজের ও তোমার পরিবার পরিজনদের জন্য যা ভালবাসো তাদের জন্যেও তাই ভালবাসো। তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য যা অপছন্দ করো তাদের জন্যও তাই অপছন্দ করো। সব সময় সত্যের অনুসারী থেকো এবং আল্লার ব্যাপারে কারোর নিন্দাবাদের পরোয়া করো না।"

উমর বললেন, "হে সাঈদ! কে এইভাবে দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা রাখে?"

"কেন, তোমার মতো লোকদের এইভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ উম্মতে মুহাম্মদীর যাবতীয় বিষয়ের ওপর আল্লাহ তোমাকে অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন।

হযরত উমর (রা) একদিন তাকে দরবারে ডেকে এনে বললেন,

"হে সাঈদ! আমরা তোমাকে "হিম্‌স" প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেছি। তুমি সেখানে গিয়ে তোমার দায়িত্ব পালন কর।"

www.pathagar.com

সাঈদ বললেন, "হে উমর ! তোমাকে আল্লার দোহাই দিচ্ছি, আমাকে ফিতনার মধ্যে ফেলে দিয়ো না।"

উমর ভীষণ রেগে গেলেন, বললেন, "তোমার সর্বনাশ হোক! এই ফিতনাটা আমার ঘাড়ে তো খুব যুতসই করে বসিয়ে দিয়েছ। আর এখন নিজের ঘাড় বাঁচবার চেষ্টা করছ। আল্লার কসম, আমি তোমাকে ছাড়ছি না।"

যাহোক তারপর খলীফা উমর তাঁকে হিম্‌সের গভর্ণরের দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন,

"হে সাঈদ। তোমার জন্য কি কিছু বেতন ঠিক করে দেব?"

"হে আমীরুল মুমেনীন। বেতন নিয়ে আমি কি করব? বায়তুল মাল থেকে যা নির্ধারণ করবেন তা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হবে।"

এভাবে তিনি হিম্‌স রওয়ানা হয়ে গেলেন।

অনেকদিন পরে হিম্‌স থেকে একটি প্রতিনিধিদল এল আমীরুল মুমিনীনের দরবারে। এই দলে ছিলেন হিম্‌সের গণ্যমান্য ও শ্রেষ্ঠ সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিবর্গ। খলীফা তাঁদেরকে বললেন,

"হিম্‌সের গরীব ও ফকীরদের একটি তালিকা তৈরী করে আমাকে দাও। আমার কাছে কিছু সম্পদ জমা আছে তা থেকে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেব।"

তারা কলম নিয়ে লিখতে লাগলেন। একের পর এক গরীব ও ফকীরের নাম লিখে যেতে লাগলেন। এক সময় সাঈদ ইবনে আমেরের নামও লিখলেন।

খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ সাঈদ ইবনে আমের?"

"কেন, আমাদের আমীর?

"তোমাদের আমীর এত ফকীর হয়ে গেলেন?"

"হাঁ, আল্লার কসম। দীর্ঘদিন থেকে তার বাড়ীতে চুলা জ্বলতে দেখা যায়নি।"

খলীফা উমর কেঁদে ফেললেন। তাঁর গন্ডদেশ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত

www.pathagar.com

হয়ে দাড়ি ভিজিয়ে দিল। তিনি এক হাজার দীনারের একটি থলি তাঁদের হাতে দিয়ে বললেন, "তোমাদের আমীরকে আমার সালাম দেবে এবং তাঁকে এই থলিটি দিয়ে বলবে, আমীরুল মুমিনীন এটি আপনাকে দিয়েছেন। এর সাহায্যে আপনি নিজের অভাব দূর করবেন ও প্রয়োজন পূর্ণ করবেন।"

প্রতিনিধি দল হিমসে ফিরে এল।

তারা সরাসরি সাঈদের কাছে গিয়ে খলীফার থলিটি তাঁকে দিলেন।

সাঈদ থলি খুলে দেখলেন, তার মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ দীনার। তিনি থলিটি সরিয়ে দিয়ে বললেন:

"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।" মনে হচ্ছিল যেন তার উপর কোন বালা মুসিবত নাযিল হয়েছে। অথবা তার পাকা ফসলের ক্ষেত রাতারাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

ভেতর থেকে তার স্ত্রী ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন,

"হে সাঈদ, কি ব্যাপার? আমীরুল মুমিনীন কি মারা গেলেন?"

"না, বরং তার চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার।"

"দুশমনেরা কি মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসল?"

"না, বরং তার চেয়েও ভয়াবহ।

"কী এমন মহাদুর্যোগ? কী এমন মারাত্মক ও ভয়াবহ ব্যাপার?"

"দুনিয়া আমার কাছে এসেছে আমার আখেরাতকে বরবাদ করার জন্য। ফিতনা আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।"

"তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দাও।"

অথচ সাঈদের স্ত্রী তখনো দিনারগুলো সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

সাঈদ বললেন:

"তুমি কি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে?"

অবশ্যি, কেন করব না?

স্ত্রীর সহযোগিতা পেয়ে তিনি দীনারের থলিটি তুলে নিলেন এবং

www.pathagar.com

গরীব মিসকীনদের ডেকে এনে তাদের মধ্যে সেগুলি বিলিয়ে দিলেন।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া সফরে এলেন। জনগণের অবস্থা জানার জন্য তিনি বিভিন্ন নগর পরিভ্রমণ করলেন। এক সময় তিনি হিম্‌সেও এলেন। নগরের জনতা তাকে সম্বর্ধনা জানাল। কুফা নগরীর সাথে এই নগরীর একদিকে দিয়ে মিল ছিল। তাই একে "কুয়াইফিয়া" বা ছোট কূফাও বলা হত। সে মিলটি হল, কূফার মতো হিম্‌সের জনসাধারণও তাদের আমীর বা সরকারের বিরুদ্ধে সবসময় অভিযোগ করত। হযরত উমর তাদেরকে তাদের আমীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের আমীর কেমন? তারা তাঁর বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ করল। প্রত্যেকটি অভিযোগ মারাত্মক পর্যায়ের। হযরত উমর আমীরকে জনতার সামনে হাজির করলেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার তোমাদের আমীরের বিরুদ্ধে কি বলার আছে বল।

তারা বলল,

"আমাদের আমীর অনেক বেলায় ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে আসেন।"

হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন,

"হে সাঈদ। এ ব্যাপারে তোমার কি বলার আছে?" কিছুক্ষণ নীরব থেকে সাঈদ বললেন,

আল্লার কসম, একথাটি বলা আমি পছন্দ করি না। কারণ কাজগুলি আমাকে করতেই হয়। আমার ঘরে কোনো খাদেম বা চাকর-বাকর নেই। পরিবারের লোকদের সব কাজই আমার স্ত্রীকে একাই করতে হয়। তাই সকালে আমি তার কাজে সাহায্য করি। আটা ছেনে তার জন্য খামীর বানিয়ে দেই। তারপর একটুখানি অপেক্ষা করি যাতে খামীরটা পুরোপুরি তৈরী হয়ে যায়। এরপর রুটিগুলো বেলে দেই। রুটির কাজ শেষ করে আমি অযু করি এবং জনগণের কাজের জন্য বাইরে বের হয়ে আসি।

হযরত উমর (রা) জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন,

"এরপরও কি তোমাদের আরো অভিযোগ আছে?" তারা বলল,

www.pathagar.com

"আমীর রাতে কারো সাথে দেখা করেন না।"

খলীফা বললেনঃ

"হে সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার জবাব কি?" সাঈদ বললেন,

"এ ব্যাপারটি ফাঁস করতে আমার আবারও খারাপ লাগছে। তবে যেহেতু আপনার হুকুম তাই এর জবাব দিচ্ছিঃ আসলে সারাদিন আমি জনগণের দরবারে থাকি এবং সারারাত থাকি মহান আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর দরবারে।

খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের আর কিছু অভিযোগ আছে?"

জবাব দিল,

"তিনি মাসে একদিন আমাদের সামনে বের হন না।"

"এটা আবার কি, হে সাঈদ?"

"আমার কোন খাদেম নেই, হে আমীরুল মুমিনীন, একথা তো আগেই বলেছি। আমার এই যে কাপড়টি আমি পরে আছি এটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কাপড়ও আমার নেই। প্রতি মাসে একদিন আমি এটা ধুয়ে থাকি। কাপড়টা ধোয়ার পর শুকিয়ে গেলে তারপর এটা পরেই দিনের শেষের দিকে আমি ঘর থেকে বের হয়ে থাকি।"

খলীফা জনতার দিকে ফিরে বললেন, "এরপরও কি তোমাদের অভিযোগ আছে?"

তারা বলল, "মাঝে মাঝে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন এবং তখন তিনি কোনো কাজ করতে পারেন না।"

"হে আমীরুল মুমিনীন। জীবনের প্রথম দিকে আমি যখন মুশরিক ছিলাম তখন দেখেছিলাম খুবাইব ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শূলবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণের দৃশ্য। কোরাইশ সরদাররা তাঁর শরীরের অংগগুলি কেটে ফেলছিল এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করছিল,

"তোমার জায়গায় যদি মুহাম্মদকে আনতাম এবং তোমাকে মুক্তি দিতাম তাহলে তোমার কেমন লাগতো?"

তিনি বলছিলেন,

www.pathagar.com

"আল্লার কসম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ে কাঁটা ফুটিয়ে দিতে বলা হলে এবং তার বিনিময়ে আমাকে নিজের পরিবারের মধ্যে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হলেও তা আমি পছন্দ করব না।"

আল্লার কসম। আমার যখনই সেদিনকার কথা মনে পড়ে এবং সে দৃশ্য আমার চোখে ভেসে ওঠে তখনই আমার সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। আমার মনে হয়, আল্লাহ বুঝি আমাকে ক্ষমা করবেন না। কারণ আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমার সামনে খুবাইবের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছিল কিন্তু আমি তাঁকে কোনো সাহায্য করতে পারিনি। এ কারণে বেঁহুশ হয়ে পড়ি।"

একথা শুনে হযরত উমর (রা) বললেন,

"আলহামদুলিল্লাহ। সাঈদের ব্যাপারে আমার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেছে।"

হযরত উমর ফিরে গিয়ে তাঁর জন্য এক হাজার দীনার পাঠিয়ে দিলেন।

এ অর্থ দেখে তাঁর স্ত্রী বলে উঠলেন,

"আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ এবার আমাদের গরীবী দূর করে দেবেন। যাও ভালো খাবার কিনে আন এবং একটা খাদেমও কিনে আন আমাদের কাজ করে দেবার জন্য।"

সাঈদ স্ত্রীকে বললেন,

"এ অর্থ দিয়ে যদি আমরা এরচেয়েও ভাল কাজ করি?"

"কি কাজ?"

"এ অর্থ যার, আমরা যদি তাঁকেই এটা দিয়ে দিই এবং আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে যাই?

"সেটা কি ভাবে?"

"এই অর্থটা আমরা আল্লাহকে করযে হাসানা দেবো।"

"অবশ্যি দেবে এবং এজন্য আল্লাহ আমাদের সবচেয়ে ভালো

www.pathagar.com

প্রতিদান দেবেন।”

কাজেই সাঈদ উঠলেন এবং নিজের পরিবারের একজনকে বললেন,

“যাও, উমুক অভাবী ও অক্ষম লোকের বাড়ীতে যাও। অমুক এতিমের ওখানে যাও। অমুক দরিদ্রের বাড়ীতে যাও। এগুলো তাদেরকে দিয়ে এসো।”

www.pathagar.com

তিউনিসের কাযী

আজ কাযী সাহেবের বিদায়ের দিন। কাযী সাহেব রওয়ানা হবেন ভূমধ্যসাগরের সিসিলি দ্বীপে।

তিউনিসের সবচেয়ে বড় কাযী ছিলেন তিনি। সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও সুবিচারক হিসেবে তিউনিসের ঘরে ঘরে তিনি শুধু পরিচিতই চিলেন না, জনপ্রিয়ও ছিলেন। তাঁর সুবিচারের গুণে গত কয়েক বছরে দেশ থেকে

www.pathagar.com

দুর্নীতির উচ্ছেদ হয়েছিল। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, প্রতারণা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সবল দুর্বলের হক মেরে নেবার কথা আর চিন্তাই করতে পারতো না।

কাযী আবু উমর মুহাম্মদ এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁকে বিদায় দেবার জন্য বন্দরে হাজার হাজার লোকের ভীড় জমে উঠেছিল। তাঁর স্বভাব যেমন ছিল কোমল তেমনি তিনি ছিলেন নির্লোভ। খোদাভীরু মর্দে মুমিনের অনাড়ম্বর জীবন ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

দুশো উনআশী হিজরীর একটি সুন্দর সকাল। বন্দরে হাজার হাজার লোকের দৃষ্টি কাযী আবু উমরের দিকে। কারোর মুখে হাসি নেই। তারা যেন নিজেদের অতি আপনজনকে বিদায় দিতে এসেছে। কাযী সাহেব জাহাজের পাটাতনে দাঁড়িয়ে সাগর তীরের বিশাল জনসমুদ্রের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। জনতার ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি ও আন্তরিক আবেগ তাঁকে মুগ্ধ করলো। তিনি মনে মনে মহান আল্লার শুকরিয়া আদায় করলেন। আল্লাহ তাঁকে কতই না মর্যাদা দিয়েছেন! হাজার হাজার মানুষ তাঁকে ভালোবাসে।

জনতার এই আন্তরিক ভালোবাসায় কাযী আবু উমরের মনে কোন গর্ব বা অহংকার দেখা দিল না। তিনি জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, "আপনারা অনেক দূর থেকে কষ্ট করে পায়ে হেঁটে এখানে এসেছেন আমাকে বিদায় জানাতে, এজন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে এ মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে সাক্ষী বানাতে চাই। কিয়ামতের দিন আল্লার সামনে আপনারা আমার জন্য সাক্ষী দেবেন। আজ এ মূহূর্তে মাত্র চারটি জিনিস হচ্ছে আমার সফরসংগী। আজকের এই জনতার মনের গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা, আমার এই কম্বলটি, এই লম্বা আচকানটি আর ঐ লম্বা থলেটি, যার মধ্যে রয়েছে আমার মূল্যবান কিতাবগুলি। এই কিতাবগুলিই আমার জীবন। কঠিন সময়ে এগুলিই আমাকে পথ দেখায় এবং আমার সবচেয়ে অন্তরংগ ও নির্ভরযোগ্য বন্ধুর কাজ করে। আমি বর্তমানে মাত্র এই চারটি সম্পদেরই মালিক। এই চারটি সম্পদ নিয়ে আমি সিসিলি দ্বীপে রওয়ানা দিচ্ছি। আর আল্লাহ চাহে তো যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে আপনারা দেখবেন সেখান থেকে ফিরবার সময় এই

www.pathagar.com

চারটি সম্পদ ছাড়া আর কিছুই আমার কাছে থাকবে না। আর যদি আপনারা দেখেন বা মনে করেন আমি দুনিয়ার লালসায় ডুবে গেছি, নিজের দীনকে পরিত্যাগ করে আয়েশ, আরাম ও বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি এবং এই চারটি জিনিস ছাড়াও আরো বহু দুনিয়ার সম্পদ জমা করে ফেলেছি, তাহলে আমার জামা টেনে ধরার জন্য আপনাদের হাতই যথেষ্ট হবে। আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করুন যেন আমি নিজের সংকল্পে অবিচল থাকতে পারি এবং সৎ পথে ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি ইনসাফ করে যেতে পারি।"

কাযী আবু উমরের জাহাজ কয়েক দিনের মধ্যে সিসিলির বন্দরে পৌঁছে গেল। কাযী সাহেব দেখলেন সমুদ্র তীরে অসংখ্য মানুষের ভীড়। এখানেও হাজার হাজার মানুষ কাযী সাহেবকে স্বাগত জানাবার জন্য সাগর তীরে পৌঁছে গেছে। কাযী আবু উমর সিসিলির প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হয়েছেন, এ খবর সমগ্র সিসিলির ঘরে ঘরে খুশীর বন্যা বইয়ে দিয়ে গেল। সরকারী পক্ষ থেকেও তাঁকে বিপুল মর্যাদা সহকারে নিয়ে যাওয়া হল।

এই বিরাট মর্যাদা, সম্মান ও আদর আপ্যায়নে কাযী সাহেব মনে মনে প্রমাদ গণলেন। যাই হোক জনতার ভক্তি-শ্রদ্ধার সাগর পেরিয়ে অনেক কষ্টে তিনি নিজের জন্য নির্ধারিত আবাসগৃহে এসে পৌঁছুলেন। বিশাল সুরম্য অট্টালিকাটি দেখে প্রথমে কাযী সাহেব একটু ঘাবড়ে গেলেন। তিনি চিন্তা করতে থাকলেন ভেতরে ঢুকবেন কি ঢুকবেন না। যা হোক অবশেষে ভেতরে ঢুকলেন। কক্ষগুলির সাজসজ্জা ও জাঁকজমক দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। তবুও সবগুলি কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তাঁর মন একেবারেই খারাপ হয়ে গেল, বিশেষ করে তাঁকে বলা হল, তাঁর গৃহে যে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী ও চাকর বাকর নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের বেতনের বোঝা তাঁকে বহন করতে হবে না, তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে সরকার। একথা শুনে তিনি আরো বেশী ভয় পেয়ে গেলেন।

কাযী সাহেব নিজে অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। কখনো নিজের জন্য বেশী খরচ করতেন না। আর নিজের খরচ অনুযায়ী অর্থ অনুযায়ী অর্থ সরকারী তহবিল থেকে ভাতা হিসেবে গ্রহণ করতেন।

www.pathagar.com

কাজেই নিজের জন্য বিপুল পরিমাণ খরচের বহর দেখে দু:খে তাঁর দু'চোখ পানিতে ভরে গেল।

তিনি তখনি মনস্থির করে ফেললেন, এ মহলে তিনি বাস করবেন না। এখানে বাস করলে তিনি বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন। তাই তিনি সরকারকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন। নিজের বসবাসের জন্য শহরের মধ্যে একটি ছোট পরিচ্ছন্ন কম ভাড়ার বাসা বেছে নিলেন। সরকার নিযুক্ত চাকর বাকরদেরকেও বিদায় করে দিলেন। তাঁর নিজের ঘরের কাজ খুবই সামান্য। নিজ হাতে তিনি প্রতিদিন সেগুলো করতে থাকলেন। নগরীর লোকেরা কাযী সাহেবের অনাড়ম্বর জীবন যাপন দেখে অবাক হয়ে গেল।

কাযী আবু উমর মুহাম্মদ সিসিলির প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করার পর থেকেই দেশে চুরি, ডাকাত, রাহাজানি বন্ধ হয়ে গেল। অপরাধীরা নিজেদের লুকাবার জায়গা খুঁজে ফিরতে লাগল। তাদের সাহায্যকারীরা নিজেদের সাহায্যের হাত টেনে নিল। কারণ কাযী আবু উমরের কাছে ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের চাইতে বড় আর কিছু ছিল না। বিচারের সময় তাঁর কাছে বড়-ছোট, সবল-দুর্বল, আমীর-গরীব ও বাদশাহ-ফকিরের কোন ভেদাভেদ ছিল না। অপরাধীরা নিজেদের দুর্দিন দেখে কাযী সাহেবের বিরুদ্ধে একজোট হল। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় মেতে উঠল। কিন্তু সত্য ও ঈমানের সুদৃঢ় পাহাড়ের সাথে সংঘর্ষে মিথ্যার অন্তঃসারশূন্য ফানুস কতক্ষণ টিকতে পারে? কাযী সাহেব কার ভয় করবেন? তিনি তো আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করেন না। দুনিয়ার কোনো স্বার্থ বা সম্পদের লোভ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি সততা ও ন্যায় বিচারের পথে এগিয়ে যেতে থাকেন। কারণ তিনি জানতেন আল্লাহ ইনসাফকারীকে ভালোবাসেন।

প্রথম মাসের বেতন নেবার সময় এল। কাযী সাহেব সমস্যায় পড়ে গেলেন। তাঁর জন্য যে বেতন ঠিক করা হয়েছিল তা ছিল তাঁর প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী। অনেক চিন্তা- ভাবনা করার পর তিনি সেখান থেকে নিজের প্রয়োজনমাফিক একটি অংশ উঠিয়ে নিলেন এবং বাকিটুকু ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তিনি জানিয়ে দিলেন, আমার প্রয়োজন সামান্য, নিজের

www.pathagar.com

ভরণ-পোষণের জন্য এই অর্থটুকু আমার জন্য যথেষ্ট। কাজেই তিনি প্রতি মাসে নিজের জন্য ঐ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার আবেদন জানালেন। দুনিয়ার স্বার্থ ও আয়েশ- আরামের সাথে নিজেকে জড়িত করে তিনি নিজের দায়িত্ব পালন এবং আল্লাহ ও রসূলের বিধান ও শিক্ষা থেকে গাফেল হয়ে যেতে চাইলেন না।

কয়েক বছর ধরে সাফল্যের সাথে সিসিলির প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালনের পর তার মন দেশের জন্য অধীর হয়ে পড়ল। তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে তিউনিসে ফিরে এলেন। তাঁকে বহনকারী জাহাজটি তিউনিসের বন্দরে ভিড়বার আগেই সারা শহরে খবর পৌঁছে গিয়েছিল। কাজেই সারা শহরে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। হাজার হাজার লোক ছুটল জাহাজ ঘাটে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য।

www.pathagar.com

জাহাজ থেকে নেমেই কাযী সাহেব সোজা জনসমুদ্রের মধ্যে চলে এলেন। তিনি আল্লার ও জনতার শুকরিয়া আদায় করলেন। তিনি হাত উঁচু করে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "কয়েক বছর আগে আপনারা এখানে আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন। তখন আমি নিজের সম্পত্তির একটি ফিরিস্তি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম। দেখুন, আমি আজ ফিরে এসেছি। আর আমার সেই সম্পত্তি একটুও বাড়েনি। আজো আমার সাথে আছে আপনাদের প্রাণঢালা ভালোবাসা, আমার এই কম্বল ও আচকানটি আর এই কিতাবের বাণ্ডিল। যা কিছু আমি এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম আবার তাই ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। তাই আমি আপনাদেরকে আর একবার সাক্ষী বানাতে চাই। আমি মহান আল্লার কসম করে বলছি, ইসলামী আইনের আওতায় মানুষের সাথে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করার মধ্যে আমি নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছি। আর এই নতুন জীবনটিই আমাকে চিরন্তন জীবনের সন্ধান দিয়েছে।"

www.pathagar.com

জ্ঞানী

কুলু কুলু রবে প্রবাহিত বিশাল নদী।

নদীর দুটি শাখা এখানে এসে মিশেছে। তাই এ জায়গায় স্রোতটা একটু বেশী।

কিছুক্ষণ আগে এখানে বসেছিলেন দুজন লোক। একজন বয়স্ক ও একজন যুবক। তারা অনেক দূর থেকে এসেছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। পথ চলায় তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বড় পাথরটার গায়ে হেলান দিয়ে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তারা। ঘুম থেকে জেগেই বয়স্ক লোকটা চলার

www.pathagar.com

হুকুম দিলেন তার সাথিকে। দুজনে নদীর কিনারা ধরে আবার চলতে লাগলেন।

"সারাটা দিন চললাম। রাতটাও কাবার হয়ে গেলো। এখন খিদে পেয়ে গেছে। কিছু মুখে না দিলে আর তো চলা যায় না। নদীর সংগমস্থল থেকে চলা শুরু করার সময় থেকেই আমি ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। তারপরও শুধু একটা প্রবল আকর্ষণেই এতটা পথ চলে আসতে পেরেছি।"

"আর কতটা পথ চলতে হবে আমাদের?"

"জানি না আল্লাহ মাবুদই ভালো জানেন। তবে ইউশা, এসো আমরা এখানে একটু বসে পড়ি। খিদেটা বড় বেশী কাবু করে ফেলেছে। আমাদের সেই ভাজা মাছটা বের করো দেখি। এবার সেটা খেয়ে ফেলা যাক। শরীরে কিছু বাড়তি শক্তি যোগান দেবার জন্য সেটাই যথেষ্ট হবে।"

"মাফ করবেন জনাব, বলতে ভুলে গেছি! একটা আজব ব্যাপার ঘটে গেছে। কাল আমরা যে পাথরটার কাছে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেখানে মাছটা হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে, তারপর অদ্ভুতভাবে পানির মধ্যে চলে গেছে?"

"তাজ্জব ব্যাপার।"

"শুধু তাই নয়। মাছটা লাফিয়ে পড়ার সাথে সাথেই পানিতে একটা সুড়ংগ তৈরী হয়, সে পথেই সে গায়েব হয়ে যায়। আমি সেই সুড়ংগটা অনেকক্ষণ দেখেছি। মনে হয় এখনো সেখানে গেলে দেখা যাবে।"

"চলো আমাদের সেখানেই ফিরে যেতে হবে, সেখানে গেলেই আমরা সেই জ্ঞানীকে পাবো। তাঁর সাথে দেখা করার জন্যই তো আমরা এখানে এসেছি।"

দুজনে আবার পিছন ফিরে হাঁটা দিলেন। একদিন একরাত হাঁটার পরে আবার ফিরে এলেন নদী সংগমে সেই বড় পাথরটার কাছে। সেখানে দেখলেন একজনকে। বসে আছেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরে কাপড় জড়িয়ে।

"আস্‌সালামু আলাইকুম হে শায়খ।"

"ওয়া আলাইকুমুস সালাম, কিন্তু কে তুমি আমাকে সালাম দিচ্ছো?

www.pathagar.com

সুদানের এই এলাকায় তো সালামের প্রচলন নেই। তুমি তাহলে অন্য এলাকার লোক, তুমি মুসলিম?"

"হ্যাঁ, আমি মূসা।"

"কোন্ মূসা ? বনি ইসরাঈলের নবী?"

"জ্বি হাঁ। আমি বনি ইসরাঈলের নবী মূসা।"

"ব্যাপার কি, তুমি এখানে?"

"আমি আপনার কাছে এসেছি কিছু জ্ঞান লাভের জন্য।"

"আমি তোমাকে কি জ্ঞান দেবো ? আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তার সবটুকু তোমার জানা নেই। আবার তোমাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তার সবটুকু আমার জানা নেই। তাছাড়া তুমি আমার সাথে চলবে কেমন করে? তুমি তো সবর করতে পারবে না"।

"ইনশা আল্লাহ আমাকে সবরকারী পাবেন। আপনার কোন হুকুম আমি অমান্য করবো না।"

"আমার সাথে চলতে গেলে একটা শর্ত মেনে চলতে হবে। আমি যা কিছু করবো মুখ বুজে দেখে যেতে হবে। কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। আমি চাইলে কোন কোন বিষয় তোমাকে জানিয়ে দেবো। কিন্তু তুমি নিজের থেকে কোন বিষয় জানতে চাইবে না"।

এই চুক্তিতে আবদ্ধ হবার পর দুজন দরিয়ার কিনার ধরে চলতে শুরু করলেন। কিছুদূর চলার পর নদী পারাপারের নৌকা পেয়ে গেলেন। নদী পার হয়ে ওপারের গাঁয়ে যাবার জন্য মাঝিদের সাথে আলাপ করতে লাগলেন। মাঝিরা হযরত খিযিরকে চিনতে পারলো। তারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দিতে রাজী হয়ে গেল। মাঝিরা বললো, আমরা আপনাদের কাছ থেকে কোন ভাড়া নেব না। বিনা পয়সায় ওপারে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবো। মাঝিদের কথামতো দুজনে নৌকায় উঠে বসলেন। স্বচ্ছ কাঁচের মতো নীল নদের পানি, তার ওপর দিয়ে নৌকাটা ভেসে চলতে লাগলো ছলাৎ ছলাৎ করে। প্রতি মিনিটে মাঝিদের বৈঠার আওয়াজ কানে বাজতে লাগলো। ছোট্ট একটা চড়ুই বসেছিলো নৌকার গলুইতে। হঠাৎ শাঁ করে নদীতে নেমে গিয়ে এক বিন্দু পানি ঠোঁটে করে নিয়ে ফিরে এলো।

www.pathagar.com

"দেখো মূসা, এই চড়ুইটাকে দেখো! কতটুকু পানি সে ঠোঁটে করে আনতে পেরেছে?" হযরত খিযির বলে চললেন, "দরিয়ার পানি সে ঠোঁটে করে যতটুকু আনতে পেরেছে, আমার ও তোমার জ্ঞান আল্লার জ্ঞানের তুলনায় ততটুকুই।"

নৌকা পারে এসে ভিড়লো। নৌকা থেকে নামার আগে হযরত খিযির একটা কুড়াল নিয়ে নৌকার পাটাতনে এক ঘা বসিয়ে দিলেন। নৌকার একটা তক্তা ভেঙে গেলো। হযরত মুসার একটু রাগ হলো। বললেন, "এটা কি ভালো কাজ হলো? তারা আমাদের বিনা পয়সায় দরিয়া পার করে দিল। আর তার বদলায় কিনা আপনি তাদের নৌকাটা ছিদ্র করে দিয়ে আরোহীদের ডুবিয়ে মারার ব্যবস্থা করে দিলেন।"

"আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, তুমি আমার সাথে চলতে পারবে না। তুমি বে-সবর হয়ে পড়বে।"

"অবশ্যই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এজন্য আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। এ ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না।"

নৌকা থেকে নেমে এবার তারা দরিয়ার তীর ধরে হাঁটতে লাগলেন। একটা গ্রামের মুখে কয়েকটা ছেলেকে খেলা করতে দেখলেন। খিযির আলাইহিস্‌সালাম একটা ফুটফুটে ছেলের হাত ধরে কাছে টেনে আনলেন। একটানে তার কল্লাটা ঘাড় থেকে আলাদা করে দিলেন। সাথের ছেলেরা ভয়ে পালিয়ে গেল। এই ভয়াবহ কাণ্ড দেখে মূসা আলাইহিসসালাম আর স্থির থাকতে পারলেন না। সংগে সংগেই বলে উঠলেন।

"হায় আল্লাহ! এ আপনি কি করলেন? একটা নিরপরাধ শিশুকে মেরে ফেললেন? বড় অন্যায় কাজ করলেন।"

"এ জন্যই আমি তোমাকে আগে বলেছিলাম, আমার সাথে থেকে আমার কাজ দেখে তুমি সবর করতে পারবে না।"

আগের চাইতে এ কাজটা ছিল অনেক বেশী মারাত্মক। তাই এবার হযরত মূসা কোনক্রমেই সবর করতে পারলেন না। তবুও আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য শেষবারের মত শর্ত পেশ করলেন, "এবার যদি

www.pathagar.com

আপনার কাজের বিরুদ্ধে কথা বলি, যদি কোনো প্রশ্ন করি, তাহলে আর আমাকে আপনার সংগে রাখবেন না। এই শেষবারের মত আমি ওজর পেশ করে দিলাম।"

তারা আরো সামনের দিকে চলতে লাগলেন। একটা জনবসতিতে প্রবেশ করলেন। তাদের বেশ খিদে পেয়েছিল। খাবার চাইলেন। কিন্তু কোন একটা পরিবারও দুজনের খাবার দিতে চাইলো না। সেই বস্তিতে তারা দেখলেন একটা ঘরের দেয়াল হেলে পড়েছে। শিগ্‌গির দেয়ালটা পড়ে যেতে পারে। হযরত খিযির নিজের হাতে দেয়ালটি গেঁথে সোজা করে দিলেন। হযরত মূসা আর থাকতে পারলেন না। খিদেয় তাঁর পেট চোঁ চোঁ করছিল। তাঁর রাগও হলো। যে গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চেয়ে পাওয়া গেলো না সেই অকৃতজ্ঞ লোকদের একটা দেয়াল বিনা পয়সায় গেঁথে দেয়া হলো।

"জনাব! এরা আমাদের খাবার দেয়নি। আপনি চাইলে তো এ কাজটার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। এমন ভূতের বেগার খাটতে গেলেন কেন?"

"ব্যস, তোমার সবরের পরীক্ষা হয়ে গেছে। আর তুমি আমার সাথে থাকতে পার না। এখান থেকেই তোমার ও আমার ছাড়াছাড়ি! তবে হাঁ, আলাদা হবার আগে তোমাকে আমি বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলবো। কারণ এগুলোর ব্যাপারে তুমি সবর করতে পারোনি।"

এবার খিযির আলাইহিস সালাম নিজের অদ্ভুত কাজগুলির ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। তিনি প্রথমে নৌকার ব্যাপারটা বললেন। বললেন, নৌকাটার যারা মালিক তারা খুব গরীর। এই নৌকাটার আয় দিয়ে তাদের সংসার চলে। কিন্তু আমাদের ওখানে নামিয়ে দিয়ে তারা সামনের দিকে যে এলাকায় যাবে সেখানকার রাজা হাদুদ ইবনে বাদুদ বড়ই জালেম। সে ভালো ও অক্ষত নৌকা দেখলে ছিনিয়ে নেয়। তাই আমি নৌকাটাকে দাগী করে দিলাম। জালেম রাজা দাগী নৌকা বলে এদেরটা ছেড়ে দেবে। পরে এরা তার রাজ্য পার হয়ে নৌকাটা মেরামত করে নেবে।

আর এই যে ছেলেটাকে হত্যা করলাম এর নাম জাইসুর। এর বাপ-মা দুজনই আল্লার বড়ই অনুগত ও প্রিয় বান্দা। কিন্তু ছেলেটা বড় হলে

www.pathagar.com

গোমরাহী ও কুফুরীতে লিপ্ত হবে। এর ফলে তার বাপ-মা মনে বড় ব্যথা পাবে। আবার তার প্রতি ভালোবাসার কারণে তাদেরও আল্লার নাফরমানিতে লিপ্ত হবার ভয় রয়েছে। তাই আল্লাহ এর পরিবর্তে তাদের একটা নেক-দিল সন্তান দেবেন।

সবশেষে দেয়াল মেরামত করার ব্যাপারটা। এই শহরের দুটো এতিম ছেলে এর মালিক। তারা এখনো নাবালক। তাদের বাপ ছিলেন বড়ই নেক্‌কার। তিনি এই দেয়ালের নিচে তাদের জন্য ধন সম্পদ রেখে গেছেন। কিন্তু দেয়ালটার যা অবস্থা তাতে ক'দিনের মধ্যেই পড়ে যাবে। আর দেয়ালটা পড়ে গেলে অসৎ ও লোভী অভিভাবকরা এই লুকানো ধন-সম্পদগুলো লুটে-পুটে খাবে। অসহায় এতিমরা বঞ্চিত হবে। তাই আমি দেয়ালটা মেরামত করে দিলাম। ফলে এতিম দুটো সাবালক হবার আগে দেয়ালটা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। তারা বড় হয়ে এই সম্পদের মালিক হবে।

*　　*　　*　　*　　*　　*

হযরত খিযির আলাইহিসসালামের এই তিনটি কাজই ছিল অদ্ভুত ও রহস্যপূর্ণ।

আসলে তিনি আল্লার হুকুমে-এ কাজগুলি করেছিলেন। মনে হয় তিনি আল্লার কোনো ফেরেশতা ছিলেন। দুনিয়ায় প্রতিদিন এমন বহু ঘটনা ঘটে যায় যার কোনো অর্থই মানুষ বুঝতে পারে না। এই ধরনের ফেরেশতারাই সেই ঘটনাগুলোর পেছনে কাজ করেন। তাই কোনো মানুষ এর রহস্যভেদ করতে পারে না। কিন্তু মূসা আলাইহিসসালামের বদৌলতে আমরা এই ধরনের তিনটি কাজের অর্থ বুঝতে পারলাম।

ব্যাপারটা ছিল এই রকমঃ

হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম ছিলেন বনি ইসরাঈলের নবী। একদিন তিনি বনি ইসরাঈলদের এক মজলিসে বক্তৃতা করছিলেন। তাঁর বক্তৃতা উপস্থিত লোকদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করলো। তারা আল্লার ভয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলো। তাদের চোখে অশ্রুর ঢল নামলো। তাদের একজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লার নবী। দুনিয়ায় আপনার চেয়ে বেশী

www.pathagar.com

জানে এমন কেউ আছে কি? তিনি বললেন, না, দুনিয়ায় আমার চেয়ে আর কেই বেশী জানে না। তাঁর এই জবাব আল্লার পছন্দ হলো না। কারণ এই ধরনের প্রশ্নের জবাব একমাত্র আল্লাই দিতে পারেন। আর মূসা আলাইহিসসালাম এই জবাবটা আল্লার কাছ থেকে নেন নি। তাঁর বলা উচিত ছিল, এ ব্যাপারে আল্লাই ভালো জানেন। তাঁর এই ধরনের জবাবে নারাজ হয়ে আল্লাহ তাঁকে বললেন, হে মূসা! দুই দরিয়া যেখানে একসাথে মিশেছে সেখানে যাও। সেখানে আমার এক বান্দা আছে সে তোমার চেয়ে বেশী জানে। তুমি একটা ভাজা মাছ সংগে করে নাও। যেখানে দেখবে মাছটা জীবিত হয়ে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে গেছে সেখানে তাকে পাবে। আল্লার হুকুমমত হযরত মূসা তাঁর খাদেম হযরত ইউশা বিন নূনকে সংগে নিয়ে নীলনদের দুই ধারার মিলন স্থলে গিয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ এই হযরত খিযিরের দেখা পেলেন।

www.pathagar.com

কিশোর ছেলেটি

সাঈদ বন্দরের কিশোর ছেলেটি।

রাতের আঁধারে এগিয়ে চলছে সে গুটিশুটি মেরে। অতি সন্তর্পণে বেড়ালের মতো চারদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে কোনোরকম শব্দ না করে। একটি শুকনো পাতার ওপর আলতোভাবে পায়ের পাতাটা রাখলেও খড়খড় ছড়ছড় করে উঠে। এতটুকু শব্দ যেন তার কাছে নেপালিয়ানের

www.pathagar.com

কামানের কানফাটা আওয়াজের মতো মনে হয়।

উহ্! ওই কামানগুলোর কথা ভাবলে যেন তার বুকের পাঁজ্‌রা ভেঙে গুড়ো গুড়ো হয়ে যায়। ওই কামান গুলো কি ঠেলে মুসলমানদের শিবিরের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় না? কিন্তু অত বড় বড় কামান তার একার পক্ষে উঠে নিয়ে যাওয়াও তো সম্ভব নয়। তার ওপর এই নদী। নদী পার করবে কেমন করে? ওপার থেকে নৌকা নিয়ে এপারে এলেই তো পাহারাদারদের চোখে পড়ে যাবে।

কিশোর ছেলেটি মনে মনে বললো, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। দরকার নেই আমার কামানের। শেষে বন্দুক ও কামান দুটোই হারাবে। তার চেয়ে বন্দুকগুলোই আমি চুরি করে নিয়ে যেতে পারি। এক এক তাড়া করে বন্দুক বেঁধে বগল দাবা করে নদী সাঁতরে এপারে থেকে ওপারে। ব্যস, দুশমনের হাতিয়ার এখন আমাদের হাতে। এগুলোর জন্যই তো আমাদের সৈন্যরা ভীষণভাবে মার খাচ্ছে। উহ্! আল্লাহ মালুম, কী দিয়ে তৈরী এগুলো। দূর থেকে এর একটা গুলিতেই একজন সৈন্য শেষ। মিসরের মামলুক সৈন্যদের তলোয়ারের ধাঁর এর কাছে ভোঁতা। গত ক'দিন থেকে আমরা শুধু পিছপা হয়েছি। ফরাসী বন্দুকের গুলিতে হাজার হাজার মুসলিম সৈন্য শহীদ হয়ে গেছে। আমাদের সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। আমবাবায় নেপোলিয়ানের বিরাট বিজয় ও তার কামানের বিকট গর্জনে আমাদের সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। কাজেই বন্দুকগুলো আমাদের চাই -- ই --ই চাই।"

আচ্ছা আলফানসো! আমার কি মনে হয় জানিস?"

"এই রাত দুপুরে তোর আবার কী মনে হবে জ্যাঁ ফ্রাঁস? তবে আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি, তোর ঘুম পেয়েছে। তুই চাস আমি একা পাহারায় থাকি আর তুই একটু ঘুমিয়ে নিবি, এই তো? "

আরে না না, তা নয়।"

"তুই না করলে কি হবে? তবে মনে রাখিস, শত্রুকে এখনো আমরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে পারিনি। তারা বীর যুদ্ধা। কিন্তু তলোয়ার

www.pathagar.com

দিয়ে বন্দুকের সাথে তারা কতদিন লড়বে? তাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর রাত্রিবেলা কেন দিনের বেলায় ঘুমিয়ে নিবি।" "আরে ভাই তুই তো অন্য কথায় চলে গেলি।

আমি তা বলছি না, আমি বলছি আমাদের অস্ত্রাগারের কথা। "

"কেন, আমাদের অস্ত্রাগারে এখন যা অস্ত্র আছে তা দিয়ে আমরা সারা মিসর জয় করে নিতে পারবো।

"তা ঠিক। কিন্তু আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে গত কয়েকদিন থেকে বন্দুকের পরিমাণ বেশ কিছু কমে গেছে।"

"সে কি? এতো বড় মারাত্মক কথা! জেনারেল জানতে পারলে তো আমাদের জান নিয়ে টানা-টানি পড়ে যাবে।"

"আমার মনে হয় কেউ বন্দুক চুরি করছে।"

সৈন্যদের মধ্যে এমন কে আছে যে বন্দুক চুরি করতে পারে? আর এতে তার লাভই বা কি?"

তাও দু- একটা নয়, শত শত বন্দুক। আমার মনে হয় কি জানিস, আমাদের মধ্যে কোন আত্মঘাতী গ্রুপ গড়ে উঠেছে।"

"এটাই বা কেমন করে সম্ভব? এই বিদেশ বিভূঁইয়ে - তাও আবার যুদ্ধক্ষেত্রে? এমন নয় তো, আমাদের কেউ শত্রু পক্ষের টাকা খেয়ে আমাদের অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে?"

"সব কিছুই সম্ভব। আসলে এখন আমাদের আগের চেয়ে বেশী সতর্ক হতে হবে। আজ রাতে আমরা দুজন কেউ ঘুমাব না। দুজন দুদিকে সতর্ক পাহারায় থাকব।"

"ঠিক আছে। তাহলে অস্ত্রাগারের এই পেছন দিকটায় তুই থাক আর আমি ঐ দিকটায় চলে যাই। ওখানে একটা গাছ আছে, ওর আড়ালে থেকে তিন দিকে নজর রাখা যাবে।"

হঠাৎ আলফানসো লক্ষ্য করল, অস্ত্রাগারের বেশ কয়েক হাত দূরে কী একটা সচল বস্তু। জমিনের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে নদীর দিকে।

www.pathagar.com

আলফানসো ভালো করে লক্ষ্য করল। হাঁ, মানুষের মতই তো মনে হচ্ছে।

আলফানসো তাকে চ্যালেঞ্জ করল, "কে? দাঁড়াও! এই মুহূর্তে সোজা হয়ে, দাঁড়াও। নইলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

আলফানসোর আওয়াজ শুনে ফ্রাঁসও বন্দুকের নল তাক করে সোজা দৌড়ে এল ঘটনাস্থলের দিকে। কিন্তু সাঈদ বন্দরের কিশোর মুজাহিদ একটুও দমল না। বন্দুকের তাড়া মাটিতে রেখে সে ক্ষুধার্ত সিংহের মত তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফরাসী সৈনিকের ওপর। সাথে সাথেই জ্যাঁ ফ্রাঁসের বন্দুক গর্জে উঠল। কিশোর মুজাহিদের হাত গুলিবিদ্ধ হল। মাটিতে পড়ে গিয়ে তার হাতটি ভেঙে গেল।

বন্দুকের আওয়াজে ততক্ষণ ফরাসী শিবিরে হৈ চৈ পড়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে বন্দী কিশোর মুজাহিদকে ফরাসী জেনারেলের সামনে হাজির করা হয়েছে। জেনারেল তার দুরন্ত সাহসের কাহিনী শুনে অবাক না হয়ে পারলেন না। অস্ত্রাগার থেকে বেশ কিছু দূরে জমিনে সুড়ংগ কেটে গত কয়েক দিনে সে একাই কয়েক শ' বন্দুক ও কয়েক বাক্স বুলেট বের করে নদীর ওপারে মুসলিম সৈন্য শিবিরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। জেনারেল মনে করলেন ফরাসী সেনাবাহিনীর জন্য এই ধরনের দুর্দান্ত সাহসী যুবকের প্রয়োজন।

ফরাসী জেনারেল বললেন, "দেখ যুবক। তুমি যে অপরাধ করেছ সেনাবাহিনীর আইনে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড ছাড়া আর কিছুই নেই।"

মুসলিম কিশোর চেঁচিয়ে উঠল, শত্রুর কাছে, যারা আমার জন্মভূমিকে শৃংখলে আবদ্ধ করতে এসেছে, এ ছাড়া আর কোনো ন্যায্য পাওনা আমার নেই।"

"না, তোমাকে আমরা মারতে চাই না। তুমি একজন সাহসী যুবক। আমার পুত্র নেই, তোমাকে আমার পালক পুত্র করতে চাই।"

"না, কোনো আল্লার দুশমনের পালক পুত্র হতে আমি রাজি নই।

www.pathagar.com

তার চেয়ে মৃত্যুদন্ড দাও।"

"ঠিক আছে, তোমাকে আমরা চেড়ে দেব একটি শর্তে। তুমি এর পর থেকে আর অস্ত্র চুরি করতে পারবে না। তোমার আল্লার নামে আমাদের কাছে শপথ কর।"

কিশোর মুজাহিদের চেহারায় একটুও ভাবান্তর এল না। সে চোখ বন্ধ করে আগের মতোই চেঁচিয়ে উঠল, "আল্লার শপথ, যতদিন আমার স্বদেশভূমির ওপর শত্রু সৈন্যরা ঘোরাফেরা করবে ততদিন আমি এই ধরনের শপথ করতে পারি না।"

ফরাসী জেনারেল অবাক বিস্ময়ে এই দুরন্ত সাহসী ক্ষুদে শত্রুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি ছেলেটিকে মুক্ত করে দেবার হুকুম দিলেন। আর সংগে সংগে হুকুম দিলেন অস্ত্রাগারের পাহারা আরো জোরদার করার।

www.pathagar.com

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com